প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ১০২-১১৬ দ্রষ্টব্য)। ইঁহার মতের অভিনবত্ব হইল যে, ইনি কাম (sex বা libido)-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ইনি মনে করেন যে, শিশুর প্রথম পাঁচবৎসরের মধ্যে (যাহাকে ঈডিপাস্ এষণা বা গূঢ়ৈষার স্তর বলা হয়) ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচিত হয়। এই অবস্থায় শিশু তিনটি স্তর (stage)-এর মধ্য দিয়া যায়—মুখকামের স্তর (oral stage), পায়ুকামের স্তর (anal stage) এবং লিঙ্গকামের স্তর (phallic stage)। এইসব স্তরে শিশুর কামের যে ভাবে পরিতৃপ্তি ঘটে বা ঘটে না, তাহারই উপর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে ভাবীজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে অতীতের উপর।[১১] (৯ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১ দ্রষ্টব্য)।

(খ) বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গী—ফ্রয়েডের দল পরিত্যাগ করিয়া য়ুঙ্ বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (Analytical Psychology)-এর নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। (পৃঃ ১২৪-১৩০ দ্রষ্টব্য)। ফ্রয়েডের ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষের অতীতের মধ্যে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায়) য়ুঙ্ ব্যক্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন না, বরং ব্যক্তি-বিশেষ বর্তমানের কোন্ অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা করিতেছে তাহাতেই য়ুঙ্ ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক আচরণের কারণ আবিষ্কার করেন।

আবার তাঁহার মতে ব্যক্তি-মনের উপর কেবল ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানই প্রভাব বিস্তার করে না, সমষ্টিগত নির্জ্ঞানও (Collective Unconscious) প্রভাব বিস্তার করে। তাহা ছাড়া, তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপ (type)—যথা, বহির্বৃত্তত্ব ও অন্তর্বৃত্তত্ব—সম্বন্ধে মত প্রবর্তন করেন। (৯ম অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(গ) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী—এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকদের অন্যতম হইলেন

১১ তুলনীয়: Goldman-Eisler: "The description of adult character in terms of childhood experience is one of the basic principles of psychoanalytic characterology, and indeed the autogenetic approach to human personality is the essence of the theory and method of psychoanalysis." (Quoted by Klineberg, *Social Psychology*, p. 340).

আড্‌লার। ইনি ফ্রয়েডের দল ত্যাগ করিয়া প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যা (Individual Psychology) প্রবর্তন করেন। (পৃঃ ১১৭-১২৩ দ্রষ্টব্য)। ইনি মনে করেন যে, প্রতি ব্যক্তিরই অন্তরে 'মহত্ত্বের বাসনা' (superiority complex) আছে, এবং আন্তর্ব্যক্তিক ও সামাজিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এই বাসনা আত্মপ্রকাশের সন্ধান পায়। সামাজিকতাবোধ না জাগিলে মহত্ত্বের বাসনা স্বার্থান্ধতায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের যাহা কিছু হীনতাবোধ বা দুর্বলতা আছে তাহার ক্ষতিপূরণ হয় সুষ্ঠু সামাজিকতাবোধের মধ্য দিয়া।[১২]

শ্রীমতী কারেন্ হোর্‌নে (Karen Horney) ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া নিজের মতবাদ রচনা করেন। তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র কামের মাধ্যমে সব কিছুর ব্যাখ্যা চলে না। তাঁহার মতবাদের মূল প্রত্যয় (primary concept) হইল "মৌলিক উৎকণ্ঠা" (basic anxiety)। যাহা কিছু শিশুর নিরাপত্তাবোধ (sense of security) নষ্ট করে, তাহাই শিশুর মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।[১৩] অনিরাপত্তা বা বিপদ্‌বোধের জন্য শিশুর মনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য শিশু বিবিধ প্রতিযোজনমূলক কার্য করে। হোর্‌নে প্রথমে দশ প্রকার "আকাঙ্ক্ষা" (needs)-এর কথা বলেন; পরে তিনি তিনপ্রকার প্রধান আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন: (১) অপরের স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়; (২) আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে নিজেকে অপরের নিকট হইতে দূরে রাখে; (৩) ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা—ইহার ফলে লোকে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই সব আকাঙ্ক্ষা স্বভাবী ও অস্বভাবী (normal and abnormal) সকলেরই থাকে এবং এই সব আকাঙ্ক্ষাসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব স্বভাবী ও অস্বভাবী

---

১২ তুলনীয়: "Social interest is the true and inevitable compensation for all the natural weaknesses of individual human beings." (A. Adler, *Problems of Neurosis*, p. 31).

১৩ হোর্‌নে 'basic anxiety' বলিতে বুঝিয়াছেন, "the feeling a child has of being isolated and helpless in a potentially hostile world." (*Our inner Conflicts*, p. 41).

সকলেই বোধ করে। তবে যাহারা স্বভাবী তাহারা এই তিন প্রকার মূল আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করে; কিন্তু যাহারা অস্বভাবী বা উদ্বায়ু-গ্রস্ত (abnormal বা neurotic) তাহাদের মৌলিক উৎকণ্ঠা অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে বলিয়া তাহারা মূল আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব কৃত্রিম উপায়ে সমাধান করে। দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাবগত নহে, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে উহার উদ্ভব হয়। সামাজিক কৃষ্টির দ্বারা সৃষ্ট (culturally determined) এই দ্বন্দ্ব যে ব্যক্তি তীব্রভাবে অনুভব করে এবং সমাধানের পন্থা নির্ণয় করিতে পারে না, তাহারই উদ্বায়ু-গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।[১৪]

এরিশ্ ফ্রোম্ (Erich Fromm)—ফ্রোম্ মনে করেন যে, শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে; ঐ শিশু যতই বড় হয়, ততই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। তখন সে দেখে যে, স্বাধীন হইবার ফলে সে ক্রমশঃ অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড়ই একাকী বা নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। আবার তখনই সে চাহে স্বাধীনতা হইতে মুক্তি (escape from freedom)—তাই সে তাহার একাকিত্ববোধ দূর করিবার জন্য বিবিধ গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। এইজন্য সে সমাজের অনুশাসন মানিয়া চলিয়া সমাজেরই নিকট নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহে। সমাজের গঠনের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগেরও তারতম্য ঘটে এবং ব্যক্তিত্বেরও নানা বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখা দেয়। সর্বাপেক্ষা 'সুস্থ' সমাজ ('sane society')-তে মানুষে মানুষে সহযোগিতা স্থাপনের সর্বাধিক সুযোগ মিলে।[১৫]

১৪ Horney-এর ভাষায়: "The person who is likely to become neurotic is one who has experienced the culturally determined difficulties in an accentuated form, mostly through the medium of childhood experience." (*Neurotic Personality of Our Times*, p. 290). [হোর্নের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ্ আলোচনার জন্য 'চিত্ত' পত্রিকার (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

১৫ শ্রেষ্ঠ সমাজের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া ফ্রোম্ বলিয়াছেন যে, ইহাতে ".....man relates to man lovingly,.....he is rooted in bonds of brotherliness and solidarity..." (*The Sane Society*, p. 362). আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার ফ্রোম্ নাম দিয়াছেন: *'Humanistic Communitarian Society.'*

স্থলিভান্ (Harry Stack Sullivan)-এর মতবাদ—ইঁহার মতে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন কিছুর নিজস্ব পৃথক্ সত্তা নাই। আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ (interpersonal relations)-এর মধ্যেই ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ও প্রকাশ। আমাদের সমাজে একই প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবের ফলে ইহা এক স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে—যেমন, শৈশবে জন্মের পরমুহূর্তেই মাতার সহিত শিশুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এই-সম্বন্ধের মধ্যে শিশু মাতার ব্যবহার অনুযায়ী উৎকণ্ঠা অথবা নিরাপত্তা বোধ করে; সেইরূপ কৈশোরে ও বয়ঃসন্ধিক্ষণে বহুবিধ ব্যক্তির সহিত বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সব বিবিধ আন্তর্ব্যক্তিক অবস্থা (interpersonal situations)-এর মধ্যে যে ব্যবহার প্রকাশমান হয়, তাহাকে 'ব্যক্তিত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়।[১৬] বংশগতি ও সহজাত বৃত্তি একেবারে অস্বীকার না করিলেও স্থলিভান মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ও সম্বন্ধের মধ্যেই গড়িয়া উঠে (product of social relations and interactions)। স্থলিভান্ যদিও ব্যক্তিত্বকে একটি কাল্পনিক সত্তা (hypothetical status) দান করিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি মনে করেন যে, আন্তর্ব্যক্তিক অবস্থার মধ্যে ইহা হইল বিবিধ কার্যের শক্তির কেন্দ্র (dynamic centre)-স্বরূপ।

(ঘ) ম্যাক্‌ডুগাল্ (William McDougall)-এর মতবাদ—আমরা উপরে যে সব মতবাদ আলোচনা করিলাম, সেগুলিতে একটি মাত্র বিশেষ সহজবৃত্তি (instinct) বা প্রয়োজন (need)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদে। তিনি চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি (instinct)-এর কথা বলেন (পৃঃ ৪২০-২১) এবং তিনি মনে করেন যে, ইহাদের সমাকলন (integration)-এর ফলে একটি প্রধান রস (master sentiment)-এর উদ্ভব হয়—এই প্রধান রসই আমাদের জীবনকে পারিচালিত করে। লাইব্‌নিৎসের দর্শনে যেমন বিবিধ মনাড (monad)-এর কল্পনা করা হইয়াছে এবং

১৬ ব্যক্তিত্বের 'সংজ্ঞা'-দান করিয়া Sullivan বলিয়াছেন যে, ইহা "relatively enduring pattern of recurrent interpersonal situations which characterize a human life." (*The Interpersonal Theory of Psychiatry*, p. 111).

তাহাদের পর্যায়ক্রমে সাজান হইয়াছে ও সর্বোপরি একটি প্রধান মনাডের ধারণা করা হইয়াছে, ম্যাক্‌ডুগালও সেইরূপ বিবিধ সহজ প্রবৃত্তির সমাকলন এবং সর্বোপরি একটি প্রধান রসের কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রধান রসটি হইল 'আত্মশ্রদ্ধার রস' (sentiment of self-regard)। আত্মসাম্মুখ্য (self-assertion) ও আত্ম-নিবেদন (self-submission) এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয় বা সমাকলনে এই প্রধান রসটি 'গঠিত' হয়। (পৃঃ ৮১ ও ১৩৩)। যদি ইহার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (disintegration) ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। ম্যাক্‌ডুগাল্ তাঁহার মতবাদের নাম দিয়াছেন "মনাডীয় মতবাদ" (Monadistic Theory of Personality)[১৭]।

(ঙ) মারের মতবাদ—মারে (Murray) মনে করেন যে, প্রধানতঃ কুড়িটি মূল প্রয়োজন (basic psychological needs) আছে। বিবিধ প্রয়োজনের[১৮] 'তাগিদ' এবং যে ভাবে উহাদের মিটান হয় তাহার উপর ব্যক্তিত্বের গঠন নির্ভর করে। মারে কিন্তু ইহাও মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের 'অধিষ্ঠান' হইল মস্তিষ্ক (brain)—মস্তিষ্ক না থাকিলে ব্যক্তিত্ব থাকে না।

(চ) গর্ডন আল্‌পোর্টের মতবাদ—আল্‌পোর্ট মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রেষণা (needs and motives)-র সংখ্যা অগণিত। তিনি বলেন যে, এই সব বিবিধ প্রয়োজনের কার্মিক স্বতঃক্রিয়তা

১৭ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায়: "The only sentiment which can adequately fulfil the function of dominating and harmonising all other sentiments is the sentiment of self-regard taking the form of a self-conscious devotion to an ideal of character." "We regard...the normal personality as an integrated system of...monads; and the integrated system takes the form of a converging hierarchy. At the end of the hierarchy is the supreme monad which each of us calls 'myself'." (*Outline of Abnormal of Psychology*, pp. 526, 546).

১৮ বিবিধ প্রধান প্রয়োজনগুলি হইল এইরূপ: Abasement, Achievement, Affiliation, Aggression, Autonomy, Counteraction, Defendance, Deference, Dominance, Exhibition, Harmavoidance, Infavoidance, Nurturance, Order, Play, Rejection, Sentience, Sex, Succorance, Understanding. (H.A. Murray & Ors., *Explorations in Personality* দ্রষ্টব্য)।

(functional autonomy) আছে। ব্যক্তিত্বের বিবিধ প্রলক্ষণ লইয়া যে ব্যক্তিত্ব 'গঠিত' হয়, তাহা একটি অনুপম (unique) আকার ধারণ করে। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিত্বকে জানিবার জন্য তাহার অতীতকে জানিবার প্রয়োজন নাই—তাহার বর্তমানের মধ্যেই চেতন-স্তরে প্রেষণার উৎস পাওয়া যায়।[১৯]

(ছ) ক্রেট্‌সমার ও শেল্‌ডনের মতবাদ—ইঁহারা মনে করেন যে, দেহের গঠনের উপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। (৯ম অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ—পৃঃ ২৮৫-৯১ দ্রষ্টব্য)।

(জ) মার্‌ফি (Gardner Murphy)-র মতবাদ—মনোবিদ্‌গণের একদল দৈহিক বা জৈব উপাদান (biological factors)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আবার আর একদল বাহ্যপরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্‌ফি এই দুই ভিন্ন মতবাদের সমন্বয় করেন এবং তিনি বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল দ্বিমুখী (bipolar)—যেন ইহার এক দিক্ আছে দেহের মধ্যে, অপর দিক্ আছে বাহ্যপরিবেশের মধ্যে। এইজন্য মার্‌ফি বলেন যে, ব্যক্তিত্ব হইল জৈব ও সামাজিক উপাদানের যুক্ত ফল (bio-social product)। এই দুই শ্রেণীর উপাদানের সমন্বয় ও সংগঠনে ব্যক্তিত্ব এক বিশেষ রূপ ধারণ করে।[২০]

(ঝ) গেস্টাল্ট্ মতবাদ—এই মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কুর্ট লেভিন্ (Kurt Lewin) ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে পারিপার্শ্বিক অবস্থা (behavioural environment বা field)-এর মধ্যে। যখন রাম, শ্যাম, যদু, মধু এই চারিজন মিলিয়া একটি কার্য করে বা আলাপ-আলোচনা করে, তখন এক প্রকারের 'ক্ষেত্র' রচিত হয়; আবার যখন রাম চলিয়া গেল বা নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আবার সমগ্র ক্ষেত্রের রূপ

১৯ তাঁহার মতে "All motivation is contemporary."

২০ মার্‌ফির ভাষায়: "The person is a structured organism-environment field each aspect of which stands in dynamic relation to other aspects." (*Personality: A biosocial approach to origin and structure*, p. 8).

মার্‌ফি ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান (basic components) হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) physiological dispositions, (২) canalizations, (৩) conditioned responses, এবং (৪) cognitive and perceptual habits.

পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং এক এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশেরও রূপ যেন পরিবর্তিত হইয়া যায়। যখনই কোন ব্যক্তি কার্য করে, তখনই একটি 'মানস শক্তি' (psychological force)-এর সৃষ্টি হয়।[২১]

আমরা উপরে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান মতবাদের আলোচনা করিলাম।[২২] ইহাদের সকলগুলির মধ্যেই আংশিক সত্য আছে, তবে কোনটিই ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

২। ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factors of Personality) :

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হইতে আমরা দেখিলাম যে, ব্যক্তিত্ব হইল অল্পবিস্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ জটিল সংগঠন। এখন প্রশ্ন হইতেছে : কোন্ কোন্ উপাদান (factor বা constituent) লইয়া ব্যক্তিত্ব গঠিত ? অর্থাৎ কিসের দ্বারা ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 'উপাদান'-পদটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যখন বলি যে, জলের উপাদান দুইটি—অম্লজান ও উদজান, তখন ইহার অর্থ হইল, এক বিশেষ পরিমাণে ইহাদের মিশাইলে জল পাওয়া যাইবে ; ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যখন আমরা উপাদানের উল্লেখ করি, তখন ইহার অর্থ নহে যে, অম্লজান ও উদজানের অনুরূপ কতকগুলি মৌলিক দ্রব্যের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটিলেই ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাইবে।

আবার ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ সমগ্রত্ব আছে যাহা উহার তথাকথিত উপাদান বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। একটি কৃত্রিম জড়দ্রব্যের যদি বিশেষ বিশেষ উপাদানের বা আকারের বর্ণনা দান করা যায়, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায় ; যেমন, যদি বলা যায় যে, একটি টেবিল আকারে এইরূপ এবং উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এত এত মিটার, তাহা হইলে ঐ টেবিল সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক ধারণা করা যায়। ব্যক্তিত্বের

২১ এই প্রসঙ্গে লেভিন্ দুইটি পদ ব্যবহার করিয়াছেন—'তান' (tension) এবং 'শক্তি' (valence)। একটি ক্ষেত্রের আকর্ষণ (attraction) বা বিকর্ষণের (repulsiveness) যে শক্তি থাকে, তাহাকে *valence* বলে।

২২ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য Hall & Lindzey *Theories of Personality* দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে উপাদানগুলির এইরূপ কোন সম্যক্ পরিমাণগত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে। যেমন, কোন সুন্দর দ্রব্যের সামগ্রিক সৌন্দর্য উহার গঠনকারী উপাদানের তালিকা হইতে উপলব্ধি করা যায় না, সেইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের অভিনবত্ব উহার উপাদান-বিশ্লেষণের সাহায্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পদের অভাবে আমরা 'উপাদান' পদটি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ব্যক্তিত্বের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন যদিও সম্ভব নহে, তাহা হইলেও আমরা সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপাদানের উল্লেখ করিতে পারি:

(১) প্রথমতঃ কতকগুলি হইল **প্রকৃতি-দত্ত উপাদান** (natural endowments)—ইহারা **জন্মগত**[২৩] (innate বা inborn)। (ক) ইহাদের কতকগুলি বংশজ (hereditary)—এইগুলি আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করি। (খ) আবার কতকগুলি নির্ভর করে দেহের নালিকাবিহীন (ductless) বা অন্তঃক্ষরা (endocrine) গ্রন্থি (glands)-এর কার্যের উপর; (গ) আর কতকগুলি উপাদান নির্ভর করে দেহের গঠন (physical structure)-এর উপর। (অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে বংশপ্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগকে আপেক্ষিক অর্থে বুঝিতে হইবে।)

(২) দ্বিতীয় প্রকারের উপাদান হইল **পরিবেশগত** (environmental) এবং ইহাদের কতকগুলি আবার হইল **শিক্ষণ বা কৃষ্টিমূলক** (developed through culture or nurture)। সামাজিক পরিবেশ যে কেবল ব্যক্তিমনের সংজ্ঞান স্তরেই প্রভাব বিস্তার করে, তাহা নহে:

২৩ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা গঠনগত (constitutional), জন্মগত (congenital), সহজাত (innate) এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্ত (hereditary) — এই পদগুলি সমার্থকভাবে ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা সমীচীন নহে।

(১) যাহা গঠনগত (constitutional), তাহা কতকাংশে জন্মগত আবার কতকাংশে জীবদ্দশায় প্রাপ্ত।

(২) যাহা জন্মগত (congenital), তাহা কতকাংশে গর্ভধারণের প্রথম মুহূর্ত হইতেই প্রাপ্ত, আবার কতকাংশ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে প্রাপ্ত।

(৩) যাহা সহজাত (innate) তাহা কতকাংশে বংশানুক্রমিকভাবে পিতামাতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত, আবার কতকাংশে জননকোষে কোন আকস্মিক পরিবর্তন-জনিত।

(Cattell. *Personality*, pp. 119-21 দ্রষ্টব্য)।

উহা সকলের অলক্ষ্যে মনের নির্জ্ঞান স্তরের উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং কতকাংশে উহার সংগঠনে সহায়তা করে এইরূপও বলা যায়।

৩। বংশপ্রভাব (Hereditary Factors) :

বংশপ্রভাব আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর কি ভাবে কার্য করে বা আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে কি ভাবে ও কিসের মাধ্যমে তাহাদের বৈশিষ্ট্য পাইয়া থাকি, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তথাকথিত জন্মরহস্য আলোচনা করিতে হইবে।

বংশগতির বাহক (Carriers of heredity) :

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব হইতেই—জন্মের প্রায় ২৮০ দিন পূর্ব হইতে—মাতৃ-জঠরে শিশুর জীবন সুরু হয়। এই জীবন সর্বপ্রথম অবস্থায় হইল একটি ডিম্বকোষ (fertilised egg)-মাত্র। কোষের ধর্ম হইল নিজেকে বহুসংখ্যক করা (self-multiplication), এবং ইহারই ফলে একটি কোষ হইতে দুই, দুই হইতে চার, চার হইতে আট, এইভাবে বহু-কোষ বিশিষ্ট একটি জীবের জন্ম হয় এবং জন্মের পরও ঐ কোষগুলি নিজেদের বহুগুণিত করিতে থাকে।

যাহা হউক প্রথম ডিম্বকোষটি (zygote বা fertilised egg) কি ভাবে হইল? ইহা দুইটি জনন-কোষ (germ cell)-এর মিলনে গঠিত। একটি জনন-কোষ আসে পিতৃদেহ হইতে—ইহাকে বলে শুক্রকীট (spermatozoa) : আর একটি জনন-কোষ আসে মাতৃগর্ভে অবস্থিত দুইটি ডিম্বাধার (ovary)-এর যে কোন একটি হইতে—ইহাকে বলে ডিম্বাণু (ovum)।

পুং-জননকোষ বা শুক্রকীটের মস্তকে থাকে উহার কেন্দ্রাংশ (nucleus) এবং সেইরূপ ডিম্বাণুর মধ্যেও থাকে একটি কেন্দ্রাংশ। প্রতি জনন-কোষের কেন্দ্রাংশে থাকে বংশজ প্রলক্ষণের কতকগুলি বাহক; ইহাদের বলা হয় 'ক্রোমোসোম' (chromosome)[২৪] এবং প্রতি জনন-কোষে ইহাদের সংখ্যা ২৪টি। পুং-দেহ হইতে আগত জনন-কোষের কেন্দ্রাংশ স্ত্রী-দেহে অবস্থিত জনন-কোষের কেন্দ্রাংশের মধ্যে প্রবেশের পরমুহূর্ত হইতেই নূতন ডিম্ব-কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই ডিম্ব-কোষের ক্রোমোসোমের মোট সংখ্যা

২৪ 'Chromosome'-পদের বুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'রঙীন দেহ' (coloured bodies)। আসলে কিন্তু ইহারা রঙীন নহে—ইহাদের অণুবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে দেখিবার সুবিধার জন্য বিশেষ প্রকারের রঙ্ (special dyes) ব্যবহার করিতে হয়; সেইজন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

হইল ২৪+২৪, অর্থাৎ ৪৮। যেহেতু এই ডিম্ব-কোষটি নিজেকে সমভাবে দ্বিত্ব করিতে থাকে, সেই হেতু উহা হইতে উদ্ভূত প্রতিটি কোষের মধ্যেও ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকিবে।

এই কোষগুলি আবার দুই প্রকারের—দেহ-কোষ (body cell) এবং জনন-কোষ (germ cell)। যদিও দেহ-কোষগুলি ক্রমান্বয়ে নিজেদের অনুরূপ দেহ-কোষের সৃষ্টি করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলেও জনন-কোষগুলির ঐরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না—পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির কার্যে পরে ব্যবহৃত হইবার জন্য ইহারা পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে। স্ত্রী-দেহের জনন-কোষ বা ডিম্বাণুগুলি থাকে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়দ্বয়ে এবং পুং-দেহের জনন-কোষগুলি থাকে পুরুষের অণ্ডাধারে। স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণু কিভাবে রচিত হয় তাহা জানা নাই—তবে জন্মাবধি তাহারা গর্ভাধারে সঞ্চিত থাকে এবং যৌবনের প্রারম্ভে পুষ্ট হয়; এবং দেহ-কোষগুলিতে যে ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকে, ডিম্বাণুতে তাহার মাত্র অর্ধেক, অর্থাৎ ২৪টি থাকে।

বয়ঃসন্ধিকাল (period of puberty)-এ পুং-অণ্ডাধারে যে জনন-কোষগুলি থাকে তাহারা নিজেদের সমানভাবে দ্বিখণ্ডীকরণ (self-division) করে—ইহার ফলে যে জীব-কোষ বা শুক্রকীট গঠিত হয় তাহাদের মস্তিষ্কভাগে বা কেন্দ্রাংশে ৪৮টি ক্রোমোসোম না থাকিয়া মাত্র ২৪টি থাকে। এইরূপ সম-দ্বিখণ্ডীকরণ যদি না হইত, তাহা হইলে প্রথম বংশে নূতন ডিম্বকোষে ৪৮+৪৮=৯৬, তাহার পরবর্তী বংশে ৯৬+৯৬=১৯২ এবং এইভাবে যুগযুগ ধরিয়া ক্রোমোসোমের সংখ্যা এক ধারণাতীত বিরাট্ অঙ্কে পরিণত হইত![২৫]

যাহা হউক্, এই ক্রোমোসোম বা বংশগতি-বাহকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দণ্ড (rod)-এর ন্যায় এবং ইহার অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য গুটিকা বা দানা (bead)-এর ন্যায় পদার্থ; এইগুলিকে বলা হয় **উৎপাদন-অণু বা 'জিন'** (gene). **এই উৎপাদন-অণু** (gene)**-গুলিই হইল বংশগতির প্রকৃত বাহক।**

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে—কতকাংশে তাহাদের দৈহিক আকৃতি ভিন্ন এবং মানসিক বৃত্তিও ভিন্ন। ইহার কারণ

২৫ সাম্প্রতিক কালের একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, মানুষের দেহ-কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ২৪ জোড়া নহে, উহা ২৩ জোড়া বা ৪৬টি; সুতরাং জনন-কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হইবে উহার অর্ধেক, অর্থাৎ ২৩। অতএব পুং-জনন কোষ এবং ডিম্বাণুর মিলনে উৎপন্ন কোষটিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা হইবে ২৩+২৩ বা ৪৬। (Krech & Crutchfield. *Elements of Psychology*, p 563 এবং *Nature*, vol. 178. pp. 1020-23 দ্রষ্টব্য)।

কি? ইহার উত্তর হইল যে, একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তান ভিন্ন ভিন্ন জনন-কোষের মিলনে জন্মলাভ করিয়াছে এবং এই জনন-কোষগুলির বংশগতি-বাহক বা ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন। এই ক্রোমোসোমগুলি যে সব বিভিন্ন প্রলক্ষণের সম্ভাব্যতা বহন করে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রকাশমান (dominant) হয় এবং কতকগুলি সুপ্তভাবে (dormant) থাকে। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক্। এমন হইতে পারে যে, বাহ্যতঃ কোন ব্যক্তি দীর্ঘাঙ্গ হইলেও তাহার কোষগুলির মধ্যে খর্বতার সম্ভাব্যতা সুপ্তভাবে আছে; জনন-কোষ গঠন কালে সম-দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে যখন একটি করিয়া ক্রোমোসোম বর্জিত হয়, তখন কোন জনন-কোষে দীর্ঘতার সম্ভাব্যতা বহনকারী ক্রোমোসোম থাকিতে পারে, আর কোন জনন-কোষে খর্বতার সম্ভাব্যতা বহনকারী ক্রোমোসোম থাকিতে পারে। ইহার ফলে একই পিতামাতার ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতা (height) দেখা যাইতে পারে।

ধরা যাউক্, পিতা ও মাতা উভয়েই দীর্ঘাঙ্গ (tall); অথচ তাহাদের কোন সন্তান দীর্ঘাকৃতি, আর কোন সন্তান খর্বাকৃতি। এমন হইতে পারে যে, পিতা ও মাতার মধ্যে খর্বতার প্রলক্ষণ সুপ্তভাবে আছে; ইহার জন্য এক একটি সন্তান এক এক প্রকারের উচ্চতা-বিশিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সম্ভাবনা দেখা দেয়:

(১) প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে যে, পিতা ও মাতার উভয়েরই জননকোষ হইতে খর্বতার বাহক ক্রোমোসোমটি বর্জিত হইয়াছে; সুতরাং এই দুই জনন-কোষের মিলনে উৎপন্ন ডিম্বকোষটির মধ্যে ১ জোড়া ক্রোমোসোম থাকিবে যাহারা উভয়ই দীর্ঘতার বাহক। অর্থাৎ এইক্ষেত্রে হইবে:

[দীঃ (খঃ)] × [দীঃ (খঃ)] = দীঃ দীঃ; এই সন্তানটি হইবে 'প্রকৃত দীর্ঘ' (Pure Tall)।

(২) দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে:

[(দীঃ) খঃ] × [(দীঃ) খঃ] = খঃ খঃ; এই সন্তানটি হইবে 'প্রকৃত খর্ব (Pure Short)।

(৩) তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে:

[দীঃ (খঃ)] × [(দীঃ) খঃ] = দীঃ খঃ; অর্থাৎ এই সন্তান হইবে 'মিশ্র দীর্ঘ' (Hybrid Tall)।

(৪) চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে :

[(দীঃ) খঃ]×[দীঃ (খঃ)]=দীঃ খঃ ; অর্থাৎ এই সন্তানটিও হইবে 'মিশ্র দীর্ঘ' (Hybrid Tall)।

দ্রষ্টব্য—এই স্থানে 'দীঃ' অর্থে দীর্ঘতা এবং 'খঃ' অর্থে খর্বতা বুঝিতে হইবে। পিতা বা মাতার দেহের কোষের ১ জোড়া ক্রোমোসোমকে [ ]-এই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। জনন-কোষ গঠনের সময় যে ক্রোমোসোমটি পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহাকে ( )-এই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে : সন্তানের লিঙ্গভেদ (অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু পুত্র হইবে অথবা কন্যা হইবে) কি-ভাবে ঘটে ?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্য-দেহের প্রতিটি কোষে ২৪×২ অথবা ৪৮টি ক্রেমোসোম থাকে—ইহাদের ভিতর একজোড়া বা দুইটি ক্রোমোসোম থাকে যৌন-নির্ধারক (sex-determining chromosomes)। স্ত্রীলোকের কোষে (cells) যে দুইটি যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে তাহারা একই আকারের—তাহাদের বলা হয় XX-ক্রোমোসোম। কিন্তু পুরুষের কোষে যে দুইটি যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে তাহাদের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—ইহাদের বলা হয় XY-ক্রোমোসোম। পুং-দেহের যে সমস্ত কোষ জনন-কোষরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে যখন সম-দ্বিখণ্ডীকরণ বা সম-বিভাগ (self-division বা reduction division) ঘটে, তখন কোন কোষে x-ক্রোমোসোম আর কোন কোষে y-ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণু মাত্রেই x-ক্রোমোসোম থাকিবে। ফলে যদি x-ক্রোমোসোম-বাহক পুং-জননকোষ ডিম্বাণুতে প্রবেশ করিয়া নূতন ডিম্বকোষ গঠন করে, তাহা হইলে উহাতে xx-ক্রোমোসোম থাকিবে এবং ভাবী সন্তান কন্যা হইবে ; অপর পক্ষে যদি y-ক্রোমোসোম-বাহক পুং জনন-কোষ ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নূতন ডিম্বকোষে xy-ক্রোমোসোম থাকিবে এবং ভাবী সন্তান পুত্র হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তানের যৌন-পার্থক্য পিতৃ-জনন-কোষ দ্বারা নির্ধারিত হয়।[২৬]

২৬ এইজন্য বলা হয় "Sex of the child is the gift of the father."

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পিতৃদেহের x-ক্রোমোসোমের সহিত যদি কোন রোগ 'সংশ্লিষ্ট' থাকে, তাহা হইলে সাধারণতঃ কন্যারা উহা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া নিজেদের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। যেমন, অনেকে মাতার মাধ্যমে মাতামহ হইতে বর্ণান্ধতা (colour-blindness) রোগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে (অথচ, মাতা নিজে ঐ রোগের 'বাহিকা' হইলেও উহা দ্বারা আক্রান্ত হয় না)।

(যৌন-নির্ধারক ক্রোমোসোম ব্যতীত অন্যান্য ক্রোমোসোমকে 'autosome' বলা হয়)।

যমজ-সন্তানের ব্যক্তিত্ব (Personality of twins) :

বংশগতি যে ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যমজ-সন্তানের ক্ষেত্রে।

যমজ-সন্তান দুই প্রকারের : **সম-ডিম্বজ** বা **এক-ডিম্বজ** (uniovular) এবং **দ্বি-ডিম্বজ** (di-ovular)। সম-ডিম্বজ যমজেরা সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট (identical) এবং দ্বি-ডিম্বজ যমজেরা একই পিতামাতার বিভিন্ন সময়ে জাত সন্তানের ন্যায় (ইহাদের বলা হয় fraternal twins ; ইহারা sibling-এর ন্যায়)।

সম-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব একই প্রকারের। পিতৃদেহ হইতে আগত একটি জনন-কোষ মাতৃদেহের একটি জনন-কোষের সহিত মিলিত হইয়া যে ডিম্ব গঠন করে, তাহা যদি গর্ভাবস্থার আদি স্তরে কোন কারণে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহাদের 'সম-ডিম্বজ যমজ' বলে। এই দুই সন্তান দুইজনেই হয় পুত্র, না হয় কন্যা হইবে এবং ইহাদের ব্যক্তিত্ব অভিন্ন হইবে, কারণ ইহারা দুইজনেই একই প্রকারের ক্রোমোসোমের অধিকারী।

দ্বি-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন প্রকারের। পিতৃ-দেহ হইতে আগত দুইটি বিভিন্ন জনন-কোষ যদি মাতৃদেহের দুইটি ভিন্ন ডিম্বাণুতে অল্পবিস্তর একই সময় প্রবেশ করে, তাহা হইলে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় তাহাদের কোষে ক্রোমোসোমগুলি বিভিন্ন ; সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিও পৃথক্।

এক-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব একই প্রকারের কি না তাহা লইয়া কিছু কিছু অনুসন্ধান কার্য চালান হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দুইটি এক-ডিম্বজ যমজকে রাখিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব একই দিকে বা একই ভাবে প্রকাশমান হয় কি না। অবশ্য এইরূপ অনুসন্ধানের প্রধান অসুবিধা হইল যে, বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনমত যমজ সন্তানদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থার মধ্যে লালন-পালনের সুযোগ পাওয়া দুর্লভ।

গেসেল্ (Gesell) এবং টম্‌সন্ (Thompson) দুইটি এক-ডিম্বজ যমজ ভগিনীকে শৈশব হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে তাহাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের

ব্যক্তিত্বকে ভিন্নমুখী করিয়া তোলার প্রবল চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ (personality traits)-এর মধ্যে প্রায় সকল বিষয়েই সাদৃশ্য দেখা যায়।

নিউম্যান্ (Newman) দুইটি এক-ডিম্বজ বা সম-ডিম্বজ যমজ ভ্রাতার কথা বলিয়াছেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা উভয়ই বিদ্যুৎ-কারখানায় কারিগরী কার্যে দক্ষতা দেখায় এবং যৌবনেও তাহাদের দেহের গঠন ও আকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দেয়।

স্টিফেন্স্ (Stephens) এবং টম্সন্ (Thompson) আর দুই যমজ ভ্রাতার কথা বলিয়াছেন—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন সহরে লালিত-পালিত হইয়াছিল এবং ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেহ কাহাকেও দেখে নাই। অথচ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের (যথা, বুদ্ধি, আবেগ-প্রবণতা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়।[২৭]

লাঙ্গে (Lange) কয়েকজন সম-ডিম্বজ এবং দ্বি-ডিম্বজ ভ্রাতার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ সব ভ্রাতাদের যাহারা সম-ডিম্বজ তাহাদের দ্বারা সাধিত অপরাধের মধ্যেও সাদৃশ্য ছিল।[২৮]

অবশ্য সকল মনোবিৎ ও প্রাণিবিৎ উপরের এই অভিমত গ্রহণ করেন না। ইঁহারা অনেকে বলেন যে, ব্যক্তি-মনের উপর বংশগতি অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাবই অধিকতর।

বাস্তবিক, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিবার উপযুক্ত সংখ্যক উপাত্ত এখনও সংগৃহীত হয় নাই।[২৯]

বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রলক্ষণ (Hereditary Traits) :

বংশগতি সম্বন্ধে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে: আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যই কি আমরা পূর্বপুরুষদের

২৭ *Journal of Heredity*, 1943 দ্রষ্টব্য।

২৮ J. Lange, *Crime and Destiny* দ্রষ্টব্য।

২৯ তুলনীয়: "The sample of identical twins reared is still too small to justify confident conclusions." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., p. 230).

নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাই? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাই?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, আমাদের ব্যক্তিত্বের **সকল** বৈশিষ্ট্য ও প্রলক্ষণ আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাই না; কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কতকগুলি সম্বন্ধে মাত্র সম্ভাব্যতা (probability)-র অধিক কিছু বলা যায় না এবং আরও কতকগুলি সম্বন্ধে কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না।[৩০] উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সকল সময় সরাসরি মানসিক প্রলক্ষণগুলিকে নির্ধারিত করে না—এবং উহারা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, গ্রন্থির গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাদের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে পারে।[৩১]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, কোন্ কোন্ প্রলক্ষণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, তাহার কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, **বুদ্ধিবৃত্তি কতকাংশে** উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। অর্থাৎ পিতামাতা বা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে আমরা বুদ্ধির একটা **প্রবণতা** (tendency) লাভ করি (যদিও অবশ্য শিক্ষণের মাধ্যমে বুদ্ধি মার্জিত ও বিকশিত হয়)। বুদ্ধিবৃত্তি যে বংশগতিদ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহার সপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত উপাত্ত পাই:

(১) এক একটি "প্রতিভাশালী" বংশ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের প্রায় সকলেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন।

(২) আবার ইহার বিপরীতও দেখা যায়; অর্থাৎ একটি পরিবারের

৩০ Dr. N. N. Sen Gupta বলেন: "A critical survey of authentic data leads to the conclusion that our belief in the hereditary transmission of a considerable number of mental traits has no sure foundation in facts. The evidence is strong in some cases; it raises a bare presumption in others; and it yields no definite conclusion in still others. There is no simple and unqualified answer to the question 'Are mental traits heritable?'" (***Heredity in Mental Traits***, Preface, p. ix).

৩১ Shaffer, ***The Psychology of Adjustment***, p. 344 দ্রষ্টব্য।

সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর উনমানসতা (feeble-mindedness বা amentia) দেখা যায়।[৩২]

(৩) একই সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন পরিবারভুক্ত শিশুদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য যথেষ্ট থাকে; কিন্তু একই অবস্থার মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য তদপেক্ষা কম দেখা যায়। অথচ বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত একই পিতামাতার এক-ডিম্বজ সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) মোটামুটি একই প্রকারের হয়।[৩৩]

এই সব শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে **গড়পড়তা পার্থক্য** সাধারণতঃ নিম্নরূপ হারে থাকে—

এক-ডিম্বজ যমজদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	দ্বি-ডিম্বজ যমজদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	একই পিতামাতার ভিন্ন সময়ে জাত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য	ভিন্ন পরিবারভুক্ত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক-পার্থক্য
৫	৯	১১	১৫

কর্মদক্ষতা বা **কার্যপটুতা (skill and talent)** কিয়দংশে পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তবে দক্ষতা, কুশলতা বা পটুতা বলিয়া কোন একটি সরল বৈশিষ্ট্য (simple characterstic) নাই—ইহা একটি জটিল গুণ। একই বংশের বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যকুশলতা যে ঠিক একইভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা নহে; এক একজন এক একটি বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে পারে।

৩২ গড্‌ডার্ড প্রায় তিনশতর অধিক পরিবার পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, উনমানসতা একটি বংশজ প্রলক্ষণ। (Goddard, ***Feeble-mindedness : Its causes and consequences*** দ্রষ্টব্য)।

৩৩ শাইন্‌ফেল্ড্‌ (Scheinfeld) বলেন : "IQs of identical twins do often differ, although on an average ***they are much more alike than those of fraternal twins*** and decidedly more alike than those of ordinary brothers and sisters in the same family." (***The New You and Heredity***, p. 339).

সেইরূপ সংবেদন-বিনিশ্চয়তা (sensory discrimination), প্রতিক্রিয়ার দ্রুতি (speed of reaction) এইগুলিও বংশগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইহা ছাড়া, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যথা, দীর্ঘতা বা খর্বতা, স্থূলত্ব বা ক্ষীণত্ব, গাত্রবর্ণ, চক্ষুর বর্ণ, কেশের বর্ণ, ইত্যাদি বংশগতি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।[৩৪]

বংশগতির মাধ্যমে অল্পপরিমাণে যে সব প্রলক্ষণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে আয়ান-প্রলক্ষণ (temperament traits), যথা, আবেগপ্রবণতা, মেজাজের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, পরিশ্রমশীলতা অথবা উহার বিপরীত অবস্থা।

বংশগতি দ্বারা সর্বাপেক্ষা কম প্রভাবিত হয়, অথবা একেবারেই প্রভাবিত হয় না এইরূপ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রতিন্যাস (attitudes), বিশ্বাস, আদর্শ এবং মূল্যবোধ (value sense)।[৩৫]

বংশগতির প্রভাবে ব্যক্তি-বিশেষ অসদ্‌গুণ বা অনিষ্টকারী প্রলক্ষণেরও অধিকারী হইতে পারে। কতকগুলি দৈহিক রোগের প্রবণতা, মানসিক রোগের প্রবণতা (যথা, schizophrenia বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা), অপরাধ-প্রবণতা 'বংশজপ্রলক্ষণ' হিসাবে ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে।

---

৩৪ এইস্থানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বংশগতির ফলে পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের মধ্যে সকল সময় যে সাদৃশ্যই থাকিবে তাহা নহে, বৈসাদৃশ্যও থাকিতে পারে। আমরা পূর্বেই (পৃঃ ২৪৯) বলিয়াছি যে, প্রলক্ষণগুলির মধ্যে কোনটি পিতামাতার মধ্যে প্রকট বা প্রকাশমান (dominant বা manifest) থাকিতে পারে, আবার কোনটি সুপ্ত (recessive বা dormant) থাকিতে পারে এবং ঐ সুপ্ত প্রলক্ষণগুলি সন্তানসন্ততির মধ্যে প্রকাশমান হইতে পারে। যেমন, জেনিংস উদাহরণ-স্বরূপ বলিয়াছেন যে, পিতামাতার কটাচক্ষু থাকা সত্ত্বেও যদি সন্তানের নীলচক্ষু হয় তাহা হইলে উহার মধ্যে যে বংশগতি প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নাও হইতে পারে। (Jennings, *The Biological Basis of Human Nature* দ্রষ্টব্য)।

৩৫ বংশগতির প্রভাবের ক্রম অনুসারে শাইন্‌ফেল্ড্‌ প্রলক্ষণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাইয়াছেন।

"***Most likely to be influenced by heredity*** :—Basic abilities, such as intelligence, speed of reaction, motor skills, sensory discrimination etc.

Less likely to be influenced by heredity :—Temperamental traits, such as emotionality, alteration or evenness of mood, activity or lethargy.

Least likely to be influenced by heredity (if at all) :—Attitudes, stylistic traits, beliefs, values....." (*The New You and Heredity*, p. 425).

এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Young & Mack, *Sociology & Social Life*, p. 109.

অভিজ্ঞতা-লব্ধ গুণের উত্তরাধিকার (Transmission of Acquired Characteristics) :

পরিশেষে প্রশ্ন উঠিতে পারে : ব্যক্তি-বিশেষ তাহার জীবদ্দশায় যাহা শিক্ষালাভ করে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাহা অর্জন করে তাহা তাহার বংশধরেরা কি পাইবে ?

এই প্রশ্নেরও সুস্পষ্ট উত্তর দান করা কঠিন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বিদ্বানের পুত্র যে বিদ্বান্ হইবে, সঙ্গীতজ্ঞের পুত্র যে সঙ্গীতজ্ঞ হইবে এমন কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না : যেখানে, সন্তান বিদ্বান্ বা সঙ্গীতজ্ঞ হয়, সেখানেও কতটা বংশগতির প্রভাবে আর কতটা পরিবেশের প্রভাবে তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই।

প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌গণ (biologists)-এর মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।[৩৬]

ল্যামার্ক (Lamarck)-এর বিবর্তনবাদ যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন যে, পরিবেশ (environment)-এর প্রভাবে জীবদেহে যে পরিবর্তন আসে তাহা পরবর্তী বংশধরেরা পায়। ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) পরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, কয়েকপুরুষ ধরিয়া যে সমস্ত ইঁদুরেরা এক বিশেষ ধাঁধাঁ-পথে যাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী বংশধরেরা সহজেই ঐ পথে নির্ভুলভাবে যাইতে পারে। পাভ্‌লভ্ (Pavlov)-ও বিশ্বাস করিতেন যে, যে সমস্ত ইঁদুর সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্তী বংশধরেরা শিক্ষা ব্যতীতই বিকল্প উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করিলে প্রতিক্রিয়া করিবে।

অপরপক্ষে ভাইস্‌মান্ (Weismann) ইত্যাদি প্রাণিবিদ্যাবিশারদগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র জনন-কোষগুলির পরিবর্তন (germinal variations) পরবর্তী বংশধরেরা পায় ; পরবর্তী বংশ-প্রজননের জন্য জনন-কোষগুলি দেহ-কোষ হইতে পৃথক্ থাকে।[৩৭]

৩৬ এই বিষয়ে বিবিধ মতবাদ ও পরীক্ষণের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : O. Klineberg, *Social Psychology*, pp. 233-241, P. B. Chatterji, *Outlines of General Philosophy*, 12th Ed., pp. 156-159.

৩৭ এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া ডনকাষ্টার (Doncaster) বলেন : "Germ-substance is derived from germ-substance, the body being a kind of offshoot from it. The child is like its parent, not because it is produced from the parent, but because both child and parent are produced from the same stock of germ-plasm." (*Heredity*, p. 144).

এই দুই মতবাদের সপক্ষে যে সব পরীক্ষা ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদেরও আবার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। এইজন্য ব্যক্তি-বিশেষের অর্জিত গুণাবলী তাহার বংশধরেরা কতদূর পায় তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যেহেতু জনন-কোষগুলি দেহ-কোষ হইতে পৃথক্, সেই হেতু এইরূপ গুণাবলী বংশধর কর্তৃক পাওয়ার সম্ভাবনা কম।[৩৮]

জনক-কোষে কিভাবে কখন পরিবর্তন আসে তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। প্রকৃতির "প্রয়োজনে" নূতন জীবের বিবর্তনের জন্য উহা সাধিত হয় বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে (যথা, রঞ্জন-রশ্মি, এ্যাটম্-রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে) জনন-কোষের আকস্মিক এবং সম্ভবতঃ অনিষ্টকর পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে।[৩৯]

মেন্‌ডেলের নীতি (Mendel's Laws) :

বংশনীতি লইয়া আলোচনা সুরু করেন ধর্মযাজক গ্রেগর মেন্‌ডেল্ (Bishop Gregor Mendel)। তিনি মটর-শুঁটি (peas) লইয়া গবেষণা করেন। তিনি দেখেন যে, গোলাকার ও কুঞ্চিত (round and wrinkled) মটর শুঁটির সংমিশ্রণে যে মটর-শুঁটি জন্মিল, তাহাদের সবগুলিই গোলাকার হইল ; কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন গোলাকার মটর-শুঁটির সহিত প্রকৃত গোলাকার শুঁটির সংমিশ্রণে যে সব মটর-শুঁটি হইল, তাহাদের প্রতি চারিটির মধ্যে তিনটি হইল গোলাকার এবং একটি হইল কুঞ্চিত। তাহার পরবর্তী বংশেও সকলগুলি গোলাকার হইল না।

---

৩৮ তুলনীয় : "Even if we take the most favourable view of the theory of the transmissibility of acquired characters, facts show that hereditary transmission is the exception, and not the rule." (Henri Bergson, *Creative Evolution*, p. 89).

৩৯ অধ্যাপক হল্‌ডেন্ (Haldane)-এর ভাষায় : "The killing of 10 per cent of humanity by an attack with atomic bombs might not destroy civilisation. But the production of abnormalities in 10 per cent of the people by gene mutations induced by radio-activity may very easily destroy it." (Quoted by Scheinfeld, *op. cit.*, p. 485).

ইহা হইতে মেন্‌ডেল্ নিম্নলিখিত নীতি প্রবর্তন করেন :

(ক) বংশপ্রভাব যে সকল 'উপাদান'[৪০] (factors)-এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়, সেগুলি বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।

(খ) এই উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি সমজাতীয় সেইগুলি এক এক জোড়া একত্রে থাকে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই দুইটির মধ্যে একটি প্রকাশমান বা প্রকট (dominant) থাকে এবং অপরটি সুপ্ত (dormant বা recessive) থাকে। (যেমন, দীর্ঘতা ও খর্বতার মধ্যে দীর্ঘতা প্রকট হইতে পারে; গোলাকারত্ব ও কুঞ্চিতদেহত্বের মধ্যে গোলাকারত্ব প্রকট হইতে পারে ইত্যাদি)।

(গ) যখন দুইটি বীজের মিলন ঘটে, তখন প্রতি বীজের প্রতি উপাদান-দ্বয়ের একটি করিয়া পরিত্যক্ত হয়।

৪। নালিকাবিহীন গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Ductless or Endocrine Glands) :

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি গ্রন্থি (gland) আছে; ইহাদের কতকগুলি হইল এইরূপ যে, ইহাদের সহিত কোন নালিকা (duct) সংযুক্ত নাই এবং ইহাদের নিঃসৃত রস রক্ত মধ্যে পড়িয়া সমগ্র দেহমধ্যে দ্রুত সঞ্চালিত হয়।[৪১] এই সব গ্রন্থিগুলিকে নালিকাবিহীন গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়। ইহাদের রসকে সাধারণতঃ বলা হয় **হরমোন** (hormone)[৪২]।

নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির রস দেহ-মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য ইহারা ব্যক্তিত্বের অন্যতম 'উপাদান'-রূপে পরিগণিত হয়।

৪০ মেন্‌ডেলের সময় chromosome ও gene-পদের প্রচলন হয় নাই, তাই তিনি factor-পদটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৪১ ব্যক্তিত্বের উপর নালিকাবিহীন গ্রন্থির প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ 'The Role of Endocrine Glands in Human Personality', (*Calcutta Review*, August, 1958) দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য R. G. Hoskins-এর *Endocrinology* দ্রষ্টব্য।

৪২ হরমোন পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল যাহা উত্তেজিত করে, কিন্তু সকল গ্রন্থির রসের প্রভাবে উত্তেজনা হয় না। কোন কোন গ্রন্থির রসের প্রভাবে আবার 'বাধ' (inhibition)-এর সৃষ্টি হয়। এইজন্য কেহ কেহ হরমোন্-পদের পরিবর্তে *Autocoid* পদটি ব্যবহার করেন।

প্রধান প্রধান নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির নাম হইল—থাইরইড (Thyroid), প্যারাথাইরইড্ (Parathyroid), থাইমাস্ (Thymus) এ্যাড্রিনাল্ (Adrenal), পিটুইটারি (Pituitary), পিনিয়াল (Pineal) এবং যৌনগ্রন্থি (Gonads বা sex-glands)। এইগুলি ব্যতীত দুইটি সনালী গ্রন্থি (duct gland)-ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসাবে কার্য করে ; ইহারা হইল যকৃৎ (Liver) এবং প্যান্‌ক্রিয়াস (Pancreas)-এর কয়েকটি কোষ (যাহাদের বলা হয় 'islet cells of Langerhans')। (নিম্নাঙ্কিত চিত্র দ্রষ্টব্য)।

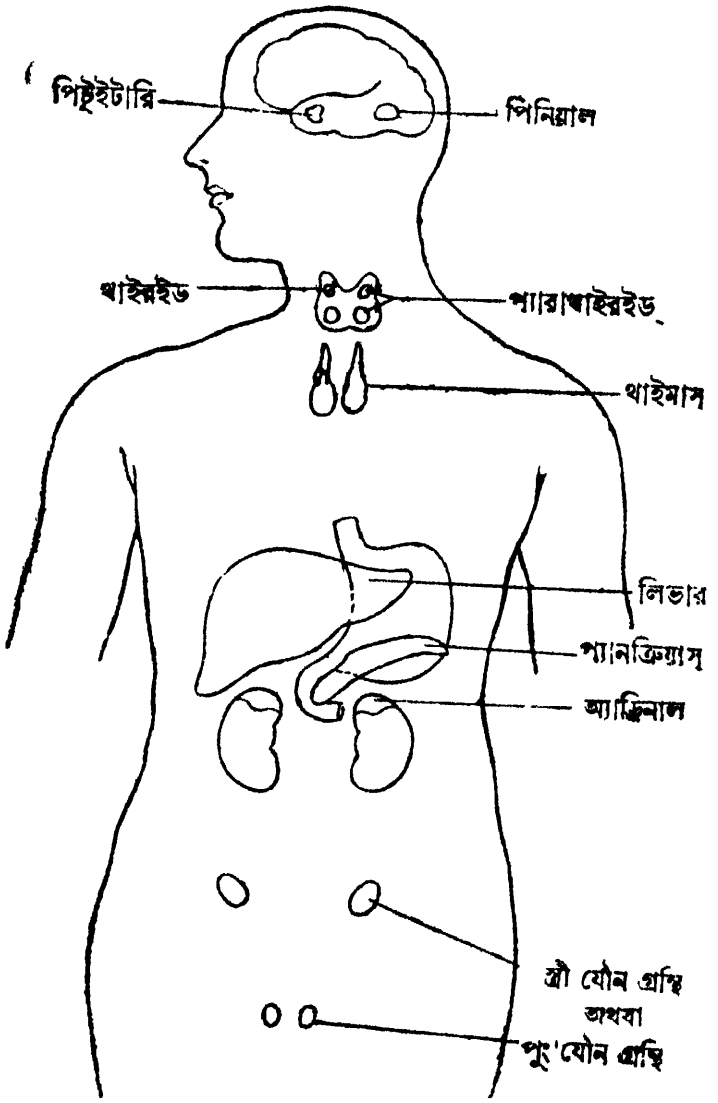

১ নং চিত্র।
উপরের চিত্রে বিবিধ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান দেখান হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থির প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্য (over-activity বা hyperfunction) বা অপর্যাপ্ত কার্যের (under-activity বা hypo-

function-এর) ফল, সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই সব গ্রন্থির হরমোন্ ইন্‌জেক্‌সনের ফল, এবং ব্যক্তি-বিশেষের দেহে অন্য কোন সুস্থ জীবের দেহ হইতে কোন গ্রন্থি লইয়া উহা গ্রথিত (grafting) করার ফল এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে কোন গ্রন্থি অপসারণের ফল লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল গ্রন্থির কার্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা করিবার চেষ্টা করি।

আমরা বর্তমানে এক একটি গ্রন্থির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

থাইরইড্ গ্রন্থি—(Thyroid Gland) :

ইহা গলদেশে শ্বাসনালী (windpipe)-এর সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—স্বরযন্ত্র (larynx)-এর প্রতি পার্শ্বে এক একটি ভাগ থাকে।

পরিণতবয়স্ক (adult)-দের মধ্যে যদি থাইরইড্ গ্রন্থি অপর্যাপ্তভাবে কার্য করে (অর্থাৎ যদি উহার underactivity বা hypofunction ঘটে), তাহা হইলে যে রোগ দেখা দেয় তাহার নাম **মিক্সিডিমা** (myxœdema); এই রোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :

(১) শরীরের 'বিপাক' বা অন্তঃস্থ রাসায়নিক কার্য (metabolism বা chemical activity) ব্যাহত হয়। ইহার ফলে রক্তের চাপ ও শরীরের উত্তাপ হ্রাস পায়।

(২) সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে, অত্যধিক চর্বি জন্মায়।

(৩) শিশুসুলভ ব্যবহার প্রকাশ পায়—আত্মসংযম কমিয়া যায় এবং উচ্চ পর্যায়ের মানসিক ক্রিয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

(৪) চর্ম শুষ্ক হয় এবং কেশবিরলতা ঘটে।

(৫) হস্ত ও পদ কিছু কিছু স্ফীত হইয়া উঠে।

(৬) কর্মবিমুখতা, অলসতা এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভাব দেখা দেয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে থাইরইড্ গ্রন্থির অপর্যাপ্ত ক্রিয়া ঘটিলে যে রোগ দেখা দেয় তাহাকে **ক্রেটিনিজ্‌ম্** (cretinism) বলে। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় :

(১) শিশুর দেহের প্রচয় বা বর্ধন ব্যাহত হয় এবং শিশু খর্বাকৃতি থাকে।

(২) গাত্র-চর্ম শুষ্ক ও কর্কশ থাকে।

(৩) মুখমণ্ডল বিবর্ণ থাকে এবং দেহের অন্য অংশ ক্ষীণ থাকিলেও উদর স্ফীত হয়।

(৪) গুরুমস্তিষ্কের কোষগুলি বিশেষ পুষ্ট হয় না এবং বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়।

অপরপক্ষে থাইরইড্ গ্রন্থি যদি **প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রিয়া** (hyper-function বা over-activity) করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়:

(১) ব্যক্তি-বিশেষের দেহের 'বিপাক' বা রাসায়নিক ক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়;

(২) ব্যক্তি-বিশেষ উত্তেজনাপ্রবণ ও চঞ্চল হইয়া পড়ে;

(৩) বয়সের অনুপাতে দেহের বৃদ্ধি ঘটে, বিশেষতঃ ব্যক্তি-বিশেষ দীর্ঘাঙ্গ হইয়া উঠে (যদিও ঐ অনুপাতে যে বুদ্ধির অতিরিক্ত বিকাশ ঘটে তাহা নহে);

(৪) ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

যদি থাইরইডের রস (যাহাকে **thyroxin** বলা হয়) ইনজেকসন্ দেওয়া হয় অথবা ঐ গ্রন্থির যদি বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলেও উপরের এই লক্ষণগুলি দেখা যায়।[৪৩]

থাইরইড্ গ্রন্থি যদি **স্বাভাবিকভাবে** কার্য (normal function) করিতে থাকে, তাহা হইলে **ব্যক্তি-বিশেষ বুদ্ধিমান্, কর্মঠ এবং আবেগপ্রবণ হয়, কার্যে প্রেরণা লাভ করে, এবং আশাবাদী হয়।** তাহার মানসিক শক্তিগুলি (mental abilities) বিশেষতঃ বুদ্ধিশক্তি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা বা অল্প কর্মক্ষমতারূপ যে ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ দেখা দেয়, তাহার পশ্চাতে থাইরইডগ্রন্থির প্রভাব থাকে (অবশ্য থাইরইড্ই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা বলা যায় না)।

---

৪৩ থাইরইডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বলা হয় exopthalmic goitre ; এই রোগের নাম Grave's Disease.

প্যারাথাইরইড্ (Parathyroids) :

ইহারা সংখ্যায় চারিটি ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থি এবং থাইরইডের মধ্যে ইহারা গ্রথিত থাকে। ইহাদের কার্য থাইরইডের কার্যের ঠিক বিপরীত। থাইরইড্ হইতে নিঃসৃত রস যেমন উত্তেজনা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে, সেইরূপ **প্যারাথাইরইডের রস** (যাহাকে বলে **Parathormone**) **কার্যক্ষমতা বা ক্রিয়াশক্তিকে ব্যাহত করে।** সুতরাং প্যারাথাইরইড্-নিঃসৃত রস উত্তেজক (excitatory) নহে, ইহা **বাধক** (inhibitory)। থাইরইডের অতি-ক্রিয়াকে সংযত করাই যেন প্যারাথাইরইডের কার্য।

থাইমাস্ (Thymus) :

থাইমাস্ বক্ষোদেশে অবস্থিত। ইহা শৈশবকালে ক্রিয়াশীল থাকে। শিশুর জন্মের পরেই ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে ইহা হ্রাস পায় এবং পরিণতবয়সে উহার মাত্র শেষ চিহ্ন থাকে।

ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। থাইমাস্-নিঃসৃত রস ইন্‌জেক্‌সন্ দিলে দেহে বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, শৈশবে থাইমাস্ অপসারণ করিলে উহার অস্থিসমূহের স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং উহা ক্ষীণাস্থি (ricket)-রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক শরীরতত্ত্ববিৎ আবার এই মত গ্রহণ করেন না।[৪৪]

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, **বয়ঃসন্ধি (puberty)-র পূর্বে এই গ্রন্থি দেহের বর্ধন বা প্রচয়ে সহায়তা করে এবং বয়ঃসন্ধির পরেও যদি ইহা ক্রিয়াশীল থাকে, তাহা হইলে দৈহিক বর্ধন ব্যাহত হয়।**

এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থি (Adrenal Glands) :

এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থিদ্বয় মূত্রাশয় (kidney)-এর উপরে অবস্থিত। এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থির দুইটি ভাগ আছে—একটি বাহিরের অংশ এবং আর একটি ভিতরের অংশ। বাহিরের অংশকে বলা হয় **এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স** (**adrenal cortex**) ; ভিতরের অংশ বা অন্তর্বিভাগকে বলা হয় **এ্যাড্রিনাল্ মেডুলা**

৪৪ Howell, *A Text-book of Physiology*, pp. 924-25 দ্রষ্টব্য।

(adrenal medulla)—**এই দুই অংশ হইতে দুইটি পৃথক্ হরমোন** নিঃসৃত হয় এবং ইহাদের কার্য বিভিন্ন। এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স হইতে নির্গত হরমোনকে বলে **কর্টিন** (cortin) এবং এ্যাড্রিনাল্ মেডুলা হইতে নির্গত হরমোন্‌কে বলে **এ্যাড্রিনিন্** বা **এ্যাড্রিনালিন্** (adrenin বা adrenalin)।

(ক) কর্টিনের ক্রিয়া :

এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্স হইতে নিঃসৃত হরমোন্ বা কর্টিনের ক্রিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে, **কর্টিনের সহিত পুরুষোচিত অপ্রধান বৈশিষ্ট্যের** (secondary male sexual characteristics) **সংযোগ আছে**। এ্যাড্রিনাল্ কর্টেক্সের ক্রিয়ার ফলে বক্ষোদেশে, অধরে এবং গণ্ডদেশে কেশোদ্গম হয় এবং সাধারণ পুরুষালী ভাব দেখা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে গ্রন্থির ঐ অংশের যদি ক্রিয়াদৌর্বল্য (under-activity) ঘটে, তাহা হইলে পুরুষের বাহ্য আকৃতি ও আচরণ কিছু পরিমাণ নারীসুলভ হইয়া পড়ে—পুরুষের মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও গুম্ফের অভাব ঘটে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়। অপরপক্ষে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থির এই অংশের যদি ক্রিয়াধিক্য (over-activity) হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের বাহ্য আকৃতি ও আচরণে পুরুষোচিত ভাব প্রকাশ পায়—ঐরূপ স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কমনীয়তার অভাব ঘটে, শ্মশ্রু ও গুম্ফরেখা প্রকাশ পায়, গলার স্বর গম্ভীর হয় ইত্যাদি।

তাহা ছাড়া, কর্টিন দেহকে কঠোর পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের কার্যে সহায়তা করে। আবার অবসন্ন স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে পুনরায় সতেজভাব আনয়নের ক্ষমতাও (capacity to restore fatigued autonomic fibres) কর্টিনের আছে।

(খ) এ্যাড্রিনিনের ক্রিয়া :

এ্যাড্রিনিন্‌ও **উত্তেজক**। এ্যাড্রিনিনের আধিক্য ঘটিলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, শ্বাসক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলে, পেশীর ক্লান্তি কমিয়া যায়, চক্ষু উদ্ভাসিত (dilated) হয়, যকৃৎ (liver) হইতে শর্করা নির্গত হয়। এ্যাড্রিনিন্ স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী শাখাকে (sympathetic division of the autonomic system) উদ্দীপিত করিয়া তুলে এবং তীব্র আবেগের

সময় যে সব লক্ষণ দেখা যায়, সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শর্করা হইল দেহ-যন্ত্রের 'জ্বালানী' (fuel)-স্বরূপ—সেই শর্করাকে যকৃৎ হইতে নির্গত হইতে সহায়তা করিয়া এবং পেশীর দুর্বলতা রোধ করিয়া ইহা দেহকে প্রক্ষোভজনিত কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দান করে।[৪৫]

এ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবনতি ঘটিলে শারীরিক দুর্বলতা ঘটে (বিশেষ বিশেষ পেশীসমূহের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়), হৃদ্‌যন্ত্র ও পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং চর্ম ব্রোঞ্জের বর্ণ ধারণ করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, **এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দেহকে কর্ম্মক্ষম ও সক্রিয় রাখে**। ব্যক্তি-বিশেষের আবেগ-প্রবণতা এবং অপ্রধান পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রভাবিত করে।

যৌনগ্রন্থি (Gonads বা sex-glands) :

পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় হইতে প্রজনন-কোষ এবং হরমোন্ নির্গত হয়—ইহাদের হরমোন্ দ্বারা দেহের সাধারণ গঠন, প্রচয় এবং বাহ্য আচরণ নির্ধারিত হয়। যৌন-গ্রন্থিতে দুই প্রকারের কোষ থাকে—অন্তঃক্ষরা কোষ (interstitial cells) এবং বাহ্যক্ষরা কোষ (seminiferous cells)।

পুং অন্তঃক্ষরা কোষ হইতে যে দুইটি হরমোন নিঃসৃত হয় তাহাদের নাম এ্যান্‌ড্রোটিন্ বা এ্যান্‌ড্রোজেন (androtin বা androgen) এবং টেস্‌টোস্‌টেরোন্ (testosterone)[৪৬]। স্ত্রীলোকের হরমোনের নাম হইল ইস্‌ট্রিন্ (estrin) এবং প্রোজেস্টিন্ (progestin)।

পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্ব (masculinity) এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্ত্রীত্ব (femininity) প্রকাশে সহায়তা করে তদুপযুক্ত যৌন-

---

৪৫ এইজন্য অধ্যাপক ক্যানন্ (Cannon) এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থিকে 'the gland of the fighting man and of the arrant coward' বলিয়াছেন, কারণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে বা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা সৃষ্টি করিতে এ্যাড্রিনাল্ গ্রন্থি সহায়তা করে।

৪৬ টেস্‌টোস্‌টেরোন্ সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা দেহ-সংগঠক (body-builder)। দেখা গিয়াছে যে, এই হরমোনের প্রয়োগে কয়েক প্রকার পীড়ার (বিশেষতঃ ধমনীসংক্রান্ত পীড়ার) নিরাময় হয়। (Paul De Kruif, *The Male Hormone*, pp. 158, 159 দ্রষ্টব্য)।

হর্‌মোন্। যৌন-হরমোনের পরিমাণ কমিয়া যাইলে বা যৌনগ্রন্থি অপসারিত হইলে দেহের সাধারণ গঠন ব্যাহত হয়—বয়ঃসন্ধিতে পুরুষের পুরুষালী দেহ-বৈশিষ্ট্য এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্ত্রীজনোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় না। ইহা ছাড়া, অন্যান্য কয়েকটি নালিকাবিহীন গ্রন্থি—যথা, থাইরইড্, পিটুইটারি এবং থাইমাসের কার্যও কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হয়। অপর পক্ষে, যৌন-হরমোনের আধিক্য ঘটিলে যৌনবৈশিষ্ট্যগুলি অতিরিক্ত প্রকট হয়।

যৌন-হরমোন্ যে কেবল যৌবনের আবির্ভাবের উপযুক্ত যৌন-বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে তাহা নহে, দেহ-গঠনেও সহায়তা করে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের বাসনা হরমোন্ দ্বারা উদ্দীপিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

মোট কথা, ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলির মধ্যে পুরুষত্বের প্রকাশক বা স্ত্রীত্বের প্রকাশক প্রলক্ষণগুলি যৌন-হরমোন্ দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৪৭]

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland) :

এই গ্রন্থিকে 'মুখ্য গ্রন্থি' (master gland) বলা হয়, কারণ ইহা অন্যান্য গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা মস্তিষ্ক মধ্যে চক্ষুঃস্নায়ুর ব্যত্যাস বা পারস্পরিক কর্তন স্থল (optic chiasma)-এর পশ্চাতে অবস্থিত।

ইহার দুইটি বিভাগ (lobe) আছে—সম্মুখবর্তী (anterior) এবং পশ্চাদ্‌বর্তী (posterior)।

সম্মুখবর্তী অংশ (anterior lobe)—ইহা অস্থিসমূহের বর্ধনে সহায়তা করে এবং দেহের বিপাকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই অংশ হইতে

৪৭ তুলনীয়: "A balance of male hormones steers development in the direction of masculinity, a balance of female hormones steers it towards femininity...

"As to personality traits, some individuals appear to be oversexed and others undersexed. Such differences *may* be due to the hormones...The individual's sex behavior is determined by three factors: his spontaneous sex interest dependent on the hormones, the opportunities and restriction of the environment, and his other interests which compete or combine with the sex interest." (Woodworth, *Psychology*, pp. 173, 174).

নিঃসৃত হরমোন জীবদেহে ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ জীবের দেহ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। এইজন্য অনুমান করা হয় যে, **ইহার ক্রিয়াধিক্য হইলে 'অসুরতুল্যতা'** (gigantism) ঘটে।[৪৮] অর্থাৎ **পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশ হইতে নিঃসৃত হরমোনের আধিক্য হইলে দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, দীর্ঘ নাসিকা, উচ্চ বক্ষ বা চোয়াল হয়।** ইহাকে বলা হয় **দীর্ঘাঙ্গতা** (**acromegaly**)। অবশ্য হস্তপদাদি দীর্ঘ হইলেও এই প্রকার ব্যক্তি অনেক সময়ই দুর্বল হয়।

আবার যদি **সম্মুখবর্তী পিটুইটারির হরমোনের অল্পতা ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের দেহের গঠন বাড়ে না**—তাহার দেহ খর্ব ও গোলাকার হয়। (ইংরাজিতে ইহাকে **midget** বলে)। অবশ্য দেহের গঠন না বাড়িলেও তাহার বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় না।[৪৯]

তাহা ছাড়া, **পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশের হর্‌মোন্ থাইরইড্, এ্যাড্রিনালের বহিরংশ** (adrenal cortex) এবং **যৌনগ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে**। (এইজন্য ইহাকে কেহ কেহ 'endocrinological switchboard' আখ্যা দিয়াছেন)।

পিটুইটারির পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ (posterior lobe)**-এর হরমোন উত্তেজক** (**stimulating or excitatory**)। ইহার প্রভাব নিম্নরূপ :

(ক) ইহা অন্যান্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে ;

(খ) ইহা অনৈচ্ছিক পেশী (non-voluntary muscles)-এর কার্যশক্তি বৃদ্ধি করে ;

(গ) ইহা যৌনক্রিয়াশক্তিকে প্রভাবিত করে ;

---

৪৮ আধুনিক কালের একজন তথাকথিত 'দৈত্য' বা 'অসুর' ছিলেন প্যাট্রিক কটার ও'ব্রিয়েন (Patrick Cotter O' Brien)—ইনি আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং ১৮০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি দৈর্ঘ্যে ৮ ফিট্ ১ ইঞ্চ্ ছিলেন। ইঁহার দেহ রক্ষার জন্য যে 'কফিন্' ব্যবহার করা হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ছিল ৯ ফিট্ ২ ইঞ্চ্।

৪৯ থাইরইডের অপর্যাপ্ততা ঘটিলে শিশুর দেহের গঠন ব্যাহত হয় এবং এইরূপ শিশুকে cretin বলা হয়। ইহার বুদ্ধিরও বিশেষ প্রকাশ ঘটে না এবং বুদ্ধাঙ্ক কম হয়। পিটুইটারির সম্মুখবর্তী অংশের হরমোনের অল্পতা ঘটিলে দৈহিক গঠন ব্যাহত হয়—কিন্তু ইহাতে বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হয় না।

(ঘ) ইহা কিয়ৎপরিমাণে দেহের গতিভঙ্গিমা এবং চলন (gaits and movements) নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা উপরে বিভিন্ন নালিকা-বিহীন গ্রন্থির ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি স-নালিকা গ্রন্থি (duct gland) আছে যাহাদের অন্তঃক্ষরণ ঘটে—প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas) এবং যকৃৎ (liver) এই দলভুক্ত।

প্যান্‌ক্রিয়াসের অন্তঃস্থ 'আইলেট্‌স্ অব্ লাঙ্গারহান্‌স্' (islets of Langerhans) হইতে যে হরমোন্ নিঃসৃত হয় তাহাকে ইন্‌সুলিন্ (insulin) বলে। ইহার সহায়তায় রক্তের শর্করা দেহস্থ কোষ ব্যবহার করিতে পারে—ইন্‌সুলিনের অভাব ঘটিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং মূত্রেও শর্করা নির্গত হইতে থাকে ; ফলে দেহের কার্যশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং মানসিক অবসাদ ও বিরক্তি (depression ও irritation) আসে ও সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

সাধারণ মন্তব্য :

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন নালিকাবিহীন গ্রন্থির হরমোন্ দেহের সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়া এবং গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উহার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার তারতম্য নির্ধারণ করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এইরূপ গ্রন্থিগুলির—বিশেষতঃ থাইরইড্, পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির—কার্যক্ষমতা ব্যাহত হইলে বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের ক্ষমতা স্বতঃই কমিয়া যায়। আবার যে ব্যক্তি স্থূলকায় বলিয়া, অথবা প্রতিক্রিয়া-মন্থর বলিয়া বা কোন কার্য করিলে সহজেই দুর্বলতা বোধ করে বলিয়া বা সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে বলিয়া বা অন্য কোন কারণে সুষ্ঠু প্রতিযোজন করিতে অপারগ বলিয়া জীবনযুদ্ধে কেবলই পরাজিত হয়, সে 'ক্ষতিপূরণমূলক' (compensatory) বিবিধ অস্বভাবী (abnormal) কার্য করিয়া থাকে। এইস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দেহের সাধারণ দৈনন্দিন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিরক্ষায় সহায়তা করে থাইরইড্ গ্রন্থি এবং বিপদাবস্থা (emergency situation)-এর সম্মুখীন হইবার বিশেষ শক্তি যোগাইয়া থাকে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নালিকাবিহীন গ্রন্থি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে: **পেশীসমূহের সঞ্চালনশক্তি, দেহের সাধারণ শক্তিসাম্যতা, সাধারণ প্রেষণা** (general motivation), **যৌনবাসনা, আবেগপ্রবণতা, বুদ্ধিশক্তি, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, কার্যে উৎসাহ, প্রধান ও স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যক্ষমতা, বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মনোবল ও শক্তি এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি।**[৫০]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র নালিকাবিহীন গ্রন্থির কার্যের ফল মনে করিলে সেই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হইবে। যেমন, একথা সত্য যে থাইরউড্ গ্রন্থির অতি-ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি-বিশেষ অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তেজনাপ্রবণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া যে কেহ চঞ্চল ও উত্তেজনা-প্রবণ হইলেই তাহার থাইরইডের অতিক্ষরণ ঘটিতেছে এরূপ নাও হইতে পারে।[৫১]

মোটকথা, নালিকাবিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হর্‌মোন্‌কে ব্যক্তিত্বের অন্যতম দৈহিক উপাদান বলা যায়।

৪। অন্যান্য দৈহিক উপাদান:

(ক) গুরুমস্তিষ্ক:

বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান পরিচায়ক এবং সাধারণ বিশ্বাস যে বুদ্ধির সহিত গুরুমস্তিষ্কের একটি সংযোগ আছে। আমরা মোটামুটিভাবে বলিতে পারি

৫০ তুলনীয়: "The relationship (between hormones and human personality) involves the following forms of behavior, each of which is important in a study of psychology: level of muscular activity, energy level, insomnia, general motivation, sexual drive, emotion, intellectual ability, aggressiveness, enthusiasm, normality of growth and sexual functions, normality of CNS and ANS functions, and ability to respond to emergency situations and to withstand prolonged stress. Moreover, we should consider the anomalies in physical development or functions which are attributable to endocrine dysfunctions, for they also contribute to individual deficiencies in behavior and personality." (Wenger, Jones & Jones, *Physiological Psychology*, p. 239).

৫১ অর্থাৎ যুক্তি-শাস্ত্রের ভাষায়: 'An *A* proposition cannot generally be converted simply'.

যে, মস্তিষ্কের আকার বা ওজনের সহিত ইহার বিশেষ সংযোগ নাই। অপর পক্ষে মনে হয় যে, মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যাধিক্য, কোষগুলির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ক্রিয়াসাম্য, তাহাদের কার্যের দ্রুততা ইত্যাদির সহিত বুদ্ধির সংযোগ আছে।

গুরুমস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চলগুলির মধ্যে ললাট-অঞ্চল (frontal lobe)-এর উপর আধুনিককালে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। বিবিধ উপাত্তের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই অঞ্চল আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness), আত্মসমালোচনা (self-criticism), ভবিষ্যতের চিন্তার ক্ষমতা এবং আশা ('the projection of the individual as a whole into the future' and anticipation) ও সামাজিকতা-বোধ (social sense) এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট [৫২]। (পৃঃ ১৭১-১৭২ দ্রষ্টব্য)।

(খ) স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র :

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের গভীর সংযোগ আছে বলিয়া অনেকে (যথা, Kempf, Smith, Darrow ইত্যাদি) মতপ্রকাশ করেন। স্বতঃক্রিয়ঃ-স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তনশীলতার ফলে আবেগের ক্ষেত্রে সুস্থিতি বা স্থৈর্য কমিয়া যাইতে দেখা যায়। ফ্রীম্যান্ মনে করেন যে, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আত্মস্থ থাকা এবং উহা হইতে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষ্ঠু ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। স্বতঃক্রিয়-স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা যাহাদের ক্ষেতে অতি দ্রুত তাহারা অনেক সময় অব্যবস্থিতচিত্ত, উৎকণ্ঠাগ্রস্ত, শঙ্কিতচিত্ত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

[দেহের আকৃতি ও গঠনের সহিত ব্যক্তিত্বের সংযোগ আছে বলিয়া একদল মনোবিৎ মনে করেন। ইঁহাদের মতবাদ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব।]

---

৫২ 'Lobotomy' নামক অস্ত্রোপচার দ্বারা গুরুমস্তিষ্কের ললাট-অঞ্চলের সহিত থ্যালামাসের সংযোগ ছিন্ন করা হয়। ইহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, অস্বাভাবিক আতঙ্ক, অবসাদ, সন্দেহের বাতিক, অনুকর্ষী বায়ু (compulsion neurosis) ইত্যাদি ভাব তিরোহিত হয়। একদিকে যেমন অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা চলিয়া যায়, অপরদিকে সকল ব্যাপারে উদাসীন্য, চিন্তন-শক্তির দৈন্য ইত্যাদি আসিয়া পড়ে। (Freeman & Watts, *Psychosurgery* এবং Cattell, *Personality*, pp. 276, 277 দ্রষ্টব্য)।

শিখিতে পারে, স্বীয় পরিবারের মধ্যেই শিশু নিরাপত্তা বোধ করে এবং ইহারই মাধ্যমে সে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

পরিবার ব্যতীত আর একটি যে সংস্থা ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে **শিক্ষায়তন বা বিদ্যালয়।** বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশুমনে **সহযোগিতার** মনোভাব গঠিত হইবার সুযোগ দেখা দেয়। পারিবারিক জীবনে পিতামাতার যে স্থান, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই স্থান গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে **শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি অতিরিক্ত কঠোর হ'ন** তাহা হইলে শিশুর মনে এক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জন্মায় এবং **শিশু-মনে আক্রমণাত্মকভাব, ঔদাসীন্য** ইত্যাদি প্রলক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার বিদ্যালয়ে **শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যদি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে,** যদি বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে **শিশু-মনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, সহযোগি-মনোভাব, কর্মে উৎসাহ** ইত্যাদি গুণ দেখা যাইবার সমধিক সম্ভাবনা।

অন্যান্য যে সব সামাজিক সংস্থা ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল **ধর্মীয়সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং বিবিধ দলীয় সংগঠন।**

যাহা হউক, এই সব বিবিধ সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষ বিভিন্ন কৃষ্টি, আদর্শ ও ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ইহাদেরই মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের সামাজিকীকরণ (socialization) সম্ভব হয়। সামাজিকতা বোধ (social feeling) সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত না হইলে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।[৫৫] (পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)।

এখন প্রশ্ন হইল: বংশগতি ও পরিবেশ এই দুইটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের উপর কাহার প্রভাব অধিকতর? এক্ষেত্রে দুইদল মনোবিৎ দুইটি চরম মতবাদ পোষণ করেন। একদল বলেন যে, বংশগতিই ব্যক্তিত্বের একমাত্র

---

[৫৫] তুলনীয়: "Social feeling is the crucial and deciding factor in normal development. Every disturbance which resists in a lessening of the social or communal feeling has a tremendously harmful effect on the mental growth of the child. ***Social feeling is the barometer of the child's normality.***" (Alfred Adler, ***Education of Children***, p. 11).

নির্ধারক, অপরদল বলেন যে, কেবলমাত্র পরিবেশই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলে।[৫৬] কিন্তু এই দুই চরম মতবাদ পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। **বংশগতি ও অন্যান্য দৈহিক উপাদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।**

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ করিবার জন্য কেলোগ্ (Kellog)-দম্পতি এক অভিনব পরীক্ষা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের দশমাস বয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড (Donald)-এর সহিত সাড়ে সাত মাস বয়স্ক একটি শিম্পাঞ্জীকে সমানভাবে লালন-পালন করিতে আরম্ভ করেন। ঐ শিম্পাঞ্জী-শিশুর তাঁহারা নাম দেন গুয়া (Gua)। একই আব্‌হাওয়ার মধ্যে একই ভাবে তাহারা লালিত-পালিত হইতে লাগিল। খেলার ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়-সংবেদন-জনিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাহারা মোটামুটি একই প্রকার দক্ষতা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উগ্র আবেগ-প্রবণতা এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োজন এমন কার্যে (যেমন, চেয়ার বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে লাফাইয়া উঠা) গুয়া ডোনাল্ড অপেক্ষা শীঘ্র অধিকতর পটুত্ব দেখাইতে লাগিল। অপরপক্ষে, ডোনাল্ড একটু বড় হইবার পর অপরের সঙ্গে মিশিতে লাগিল, ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিল, স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা দেখাইতে লাগিল ; কিন্তু গুয়া এসব ক্ষমতা দেখাইতে পারিল না।[৫৭]

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, বংশগতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইলে একই পরিবেশের প্রভাবে একই প্রকার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না।

অপরপক্ষে দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে লালিত-পালিত হইয়াছে এরূপ শিশুর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণের বিশেষ প্রকাশ ঘটে নাই ; কিন্তু পরে যখন তাহারা লোকালয়ে আনীত হইয়া সাধারণভাবে লালিত-পালিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত প্রলক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দিল।[৫৮]

৫৬ ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ কেবলমাত্র পরিবেশবাদ (environmentalism) সমর্থন করেন। (পৃঃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।)

৫৭ Kellog & Kellog, *The Ape and the Child* দ্রষ্টব্য।

৫৮ Kingsley Davis, 'Extreme Isolation of a Child', *American Journal of Sociology*, 1940, pp. 554-565 & K. Davis, *Human Society*, p. 206 দ্রষ্টব্য।

অতি শৈশবে বানর বা অন্য কোন ইতর জীব কর্তৃক অপহৃত হইয়া পশু-সমাজে লালিত-পালিত

এই দুই প্রকারের উদাহরণ হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কেবলমাত্র বংশগতি বা কেবলমাত্র পরিবেশ দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। **বংশগতির মাধ্যমে একটি ভিত্তিভূমি রচিত হয়—উহার মধ্যে বিবিধ প্রলক্ষণের সম্ভাবনা সুপ্তভাবে থাকে। প্রাকৃতিক এবং বিশেষতঃ সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ সব প্রলক্ষণ বিকশিত, পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হইয়া থাকে এবং নূতন কিছু কিছু প্রলক্ষণও উহাদের সহিত সাধারণতঃ সংযুক্ত হয়।** সমাজের মধ্যে বর্ধিত না হইলে মানব-শিশুর মধ্যে অহং-জ্ঞান, নৈতিকতা, দক্ষতা, বুদ্ধি, বিবিধ আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি কোন কিছুই বিকশিত হয় না। মোট কথা, বংশগতি যেন উপাদানসমূহ জোগাইয়া থাকে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ উহাদের বিকশিত করিয়া তোলে।[৫৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **ব্যক্তিত্বের মূলে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েই কার্য করে।**[৬০]

হইয়াছে এরূপ মনুষ্য-শিশুর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণের বিকাশ ঘটে নাই ; কিন্তু পরে মনুষ্য সমাজে আনীত হইবার পর তাহার মধ্যে ঐরূপ গুণের বিকাশ দেখা গিয়াছে। (এই প্রসঙ্গে A Gesell, *Human Child and Wolf Child* দ্রষ্টব্য)

৫৯ ইহার অর্থ এই নহে যে 'বংশগতি + পরিবেশ = ব্যক্তিত্ব'। অঙ্কশাস্ত্রের চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইলে বলা উচিত 'বংশগতি × পরিবেশ = ব্যক্তিত্ব', কারণ ইহাদের মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

৬০ তুলনীয় : (১) "The fact as it appears...is that no distinction can be expediently made at any given moment in the behavior of the individual after the fertilized egg has once begun to develop, between that which is native and that which is acquired. The so-called hereditary factors can only be acquired in response to an environment, and likewise the so-called acquired factors can only be secured by a modification of already existing structure, which in the last analysis is hereditary structure." (L. Carmichael, "Heredity and Environment : Are they Antithetical ?" *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1925.)

(২) "Which is more important for the characteristics of organism, heredity or environment ?...No single general answer can be given...For good results, both fit material and appropriate treatment of these materials are required : good genes and fit conditions for their development...Either poor materials or poor handling can ruin a machine or an organism.

৬। ব্যক্তিত্বের সমাকলন ও বিষজাবস্থা—অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব (Integration and Dissociation of Personality—Abnormal Personalities) :

সুস্থমনা ব্যক্তি যদি আত্ম-চিন্তন বা আত্ম-বিশ্লেষণ করে, তাহা হইলে সে লক্ষ্য করিবে যে, তাহার বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রিয়া তাহার 'অহং' (ego)-কে কেন্দ্র করিয়া আছে। এইজন্য তাহার চেতনার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ঐক্যের বা সমানত্বের জ্ঞান (consciousness of personal identity) থাকে—এইজন্যই ব্যক্তি-বিশেষ বলিতে পারে, "যে আমি অমুক সালে অমুক কাজ করিয়াছিলাম, সেই আমিই এই কাজ করিতেছি; শত পরিবর্তনের মধ্যেও আমি আমিই আছি।" আবার সুস্থ ব্যক্তির বাহ্য কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা উহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি; এইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, একই প্রকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি একই প্রকারে ব্যবহার করিবে। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, স্বভাবী (normal) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ঐক্য (unity), সংহতি (organization), এবং সমাকলন (integration) থাকে। অবশ্য পূর্ণ সংহতি বা সমাকলন একটি আদর্শমাত্র, কারণ সম্পূর্ণরূপে সমাকলিত ব্যক্তিত্ব আমাদের থাকে না বলিলেই হয়—এইজন্য আমাদের সকল আচরণের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখা যায় না। কখনও আমরা অতিরিক্ত কর্মব্যস্ত হই, আবার কখনও নিস্তেজ হইয়া পড়ি; কখনও আমরা বাহ্য পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠি, আবার কখনও বা পরিবেশকে একেবারে পছন্দ করি না। তবে ব্যক্তিত্বের এই বহুমুখিতা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও অনেক পরিমাণে ব্যবহারের সুস্থিতি (stability) ও সমাকলন (integration) রক্ষিত হয়, অর্থাৎ বহুত্বের মধ্যে একত্ব থাকে।

উপরে বর্ণিত এই বৈশিষ্ট্যের কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়—অর্থাৎ কোন কোন লোকের ব্যক্তিত্বের ঐক্য ও সমাকলন নষ্ট হইয়া যায়; ফলে

If the materials are worthless, if the individual starts with thoroughly poor genes, the method of treatment, the environment, can do little. And if the material is spoiled in the process of development, it makes little difference what it was at the beginning." (Jennings, ***Biological Basis of Human Nature***, p. 130.)

তাহাদের ব্যক্তিত্বের এক অবস্থা অপর অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্যক্তিত্বের বিযঙ্গ (dissociation) ঘটে।[৬১] কোন বিশেষ কারণে —যেমন, তীব্র মানসিক বা দৈহিক অভিঘাত (shock)-এ—ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। এক বিচ্ছিন্ন অংশ অপর বিচ্ছিন্ন অংশের ঘটনাবলীকে সাধারণতঃ স্মরণ করিতে পারে না। এইরূপে একই ব্যক্তির মধ্যে **বহুব্যক্তিত্ব (Multiple Personality)**-এর উদ্ভব হইতে পারে।

আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

(ক) ফেলিডার কাহিনী (Felida Case) : চৌদ্দ বৎসর বয়সে ফেলিডার জীবনে হঠাৎ এক বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং সে এক 'নূতন মানুষ' হইয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় কিছুদিন থাকার পর আবার সে প্রধান ও প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় থাকাকালীন তাহার প্রথম অবস্থার ঘটনা কিছু কিছু মনে পড়িত, কিন্তু প্রথম অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার ঘটনা সে কিছুই মনে করিতে পারিত না। একবার দ্বিতীয় অবস্থায় থাকাকালীন সে এক বন্ধুর মৃত্যুতে যখন শবানুগমন করিতেছিল, তখন হঠাৎ সে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং তখন কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে ইত্যাদি সকল কথা সে ভুলিয়া গেল। এইভাবে ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার জীবনে প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের স্থান গ্রহণ করিতে থাকে।

(খ) লিওনীর কাহিনী (Leonie Case) : লিওনী ছিল ভীরুস্বভাবা, স্বল্পবুদ্ধি, মলিনবদনা বালিকা। ৩ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রায়ই তাহার আবেশ বা সমাধি (trance) হইত। ১৫ বৎসর বয়সের পর হইতে অনেকেই অল্প চেষ্টায় তাহার সংবেশন (hypnosis) আনয়ন করিতে পারিত। সংবেশনকালে তাহার মধ্যে এক দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিত। সে তাহার নিজের নাম লিওন্‌টাইন্ (Leontine) বলিত। সে বলিত যে, সে লিওনীকে চেনে, কিন্তু সে ও লিওনী যে একই ব্যক্তি তাহা সে অস্বীকার করিত। সে খুব আমুদে ছিল এবং 'হৈ-চৈ' করা পছন্দ করিত।

---

৬১ ইহারই ফলে বাস্তবজীবনেও ষ্টিভেন্‌সন্-কল্পিত Dr. Jekyll and Mr. Hyde দেখা যায়।

সে যেন লিওনীকে ঘৃণা করিত। লিওনী কিন্তু লিওন্‌টাইন্ সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। মনোবিৎ ডঃ জানে (Janet) তাহাকে আরও গভীরভাবে সংবিষ্ট করেন ; এই অবস্থায় তাহার ভিতর এক তৃতীয় ব্যক্তি দেখা দেয়। সে তাহার নাম বলে লিওনোর (Leonore)—সে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির এবং লিওনী ও লিওন্‌টাইন্ দুইজনকেই সে 'নিম্ন পর্যায়ের জীব' মনে করিত। লিওন্‌টাইন্ কিন্তু লিওনোর সম্বন্ধে কিছুই জানিত না।

(গ) মারিয়ার কাহিনী (Maria Case)—২০ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যুতে মারিয়া (Maria) বিশেষ শোক পায় এবং তাহার মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। তাহার ভিতর দুইটি ব্যক্তিত্ব (যাহাদের আমরা 'A' ও 'B' বলিব) সহ-অবস্থান (co-exist) করিত। A ও B পর্যায়ক্রমে মারিয়াকে যেন নিয়ন্ত্রণ করিত। A ছিল তাহার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এবং B অবস্থায় সে বলিত যে, সে পূর্বজন্মে এক স্পেনীয় জিপ্‌সী বালিকা ছিল এবং নাচিয়া গাহিয়া তাহার দিন কাটিত; B অবস্থায় সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষা বলিত এবং বিদেশীর ন্যায় তাহার মাতৃভাষা বলিত। A ও B পরস্পরকে চিনিত, তবে যখন B কর্তৃত্ব করিত, A তখন নিরুপায় দ্রষ্টা থাকিত এবং A যখন কর্তৃত্ব করিত, B তখন দ্রষ্টা থাকিত। আবার A ও B মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথনও করিত।

(ঘ) ব্যুকাম্প কাহিনী (Beuchamp Case)—ব্যুকাম্প ছিল ধর্মপরায়ণা, বিবেকসম্পন্না, নিঃস্বার্থ তরুণী। কিন্তু প্রায়ই তাহার ভিতর এক দুষ্টস্বভাবা রমণী আবির্ভূত হইত; সাধারণ অবস্থায় সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিত না। মনোরোগ-চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসাকালে তাহার ভিতর আর একটি উদ্ধতপ্রকৃতি ও স্বার্থপর তৃতীয় ব্যক্তি দেখা দিত। বহু চেষ্টায় পুনরায় তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা উপরে যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম তাহাদের সকলগুলিরই বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্ব পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, অথবা সহ-অবস্থান করিতেছে। ইহা ছাড়া, এমনও দেখা গিয়াছে যে, হঠাৎ কোন তীব্র অভিঘাতে ব্যক্তি-বিশেষ তাহার জীবনের সব কিছু ভুলিয়া গিয়া 'নূতন' হইয়া গিয়াছে—তখন সে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া, নূতনভাবে জীবন যাপন

সুরু করিয়াছে। আবার বহু বৎসর এইভাবে জীবন যাপন করিবার পর হঠাৎ কোন কারণে তাহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ হয়।

আবার মধ্যে মধ্যে এমন ঘটে যে, ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের এক অংশ চেতনার প্রধান স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায় এবং পরে আবার হঠাৎ ঐ পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ম্যাক্‌ডুগাল্ এক সৈনিকের জীবনীর যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য।[৬২] রণক্ষেত্রে কামানের গোলা ফাটার ফলে সৈনিকটি দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। যখন তাহার জ্ঞান হয়, তখন দেখা যায় যে, অপর অনেক বিষয়ে সে স্বাভাবিক লোকের ন্যায় থাকিলেও তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে; যেমন, তাহার নিজের নাম, পারিবারিক জীবন, কোন্ সেনাবিভাগে কাজ করে ইত্যাদি সব সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হাসপাতালে সে ম্যাক্‌ডুগালের চিকিৎসাধীন ছিল; হঠাৎ একদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে আগত কতকগুলি সৈনিকের শিরস্ত্রাণ (sun-helmet) দেখিয়া সে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। ম্যাক্‌ডুগাল্ অনুমান করেন যে, হয়ত' সে ভারতবর্ষে কাজ করিয়াছে; তিনি তখন তাহার নিকট তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের বিবিধ ক্যান্টনমেণ্টের নাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে আগ্রহভরে ঐ সব নাম শুনিতেছিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সেও একদিন ভারতবর্ষের সেনাদলে ছিল এবং সেখান হইতে ফ্রান্সে বদলি হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া গেল।

সংবেশ (hypnotism)-এর অবস্থাতেও সাময়িকভাবে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। ব্যক্তি-বিশেষ সংবিষ্ট অবস্থায় যাহা করে তাহা তাহার দৈনন্দিন সাধারণ ব্যক্তিত্ব হইতে যেন বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যায় এবং সংবেশনের অবসানের পর সে ঐ সব ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না।

সেইরূপ যাহারা স্বপ্নচারিতা (somnambulism) রোগে ভুগিতেছে, তাহারা নিদ্রাকালীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় কী করে তাহা জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ করিতে পারে না।

আবার আর একপ্রকার অদ্ভুত মানসিক কার্য আছে যাহাকে স্বতঃক্রিয় লিখন (automatic writing) বলা হয়। ব্যক্তি-বিশেষ এই প্রকার

৬২ McDougall, *An Outline of Abnormal Psychology*, p. 244.

লিখনের সময় স্বতঃক্রিয়ভাবে (automatically) লিখিয়া যায়; সে যেন 'আবেশের' অবস্থায় থাকে—কী লিখিতেছে, কেন লিখিতেছে কিছুই জানে না। অনেক সময় এইরূপ ব্যক্তি অতি সুন্দর কবিতা অথবা অন্য কোন রচনা লিখিয়া থাকে—যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় সে কোন সাহিত্যিক বা কবি-প্রতিভার সামান্য পরিচয়ও দেয় নাই।[৬৩]

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিক আঘাতের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিলে অনেকের ব্যক্তিত্বে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। তবে ব্যক্তিত্বের সমাকলন ও ঐক্য প্রচয়ঘটিত ব্যাপার (developmental phenomenon)। অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ (যথা, নিত্য কলহ, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি), অত্যন্ত কঠোর শাসন, কোন প্রকার সংযম ও শাসনের অভাব, অপূরিত বাসনার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অনেক সময় ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু গঠন ও প্রচয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ হয় এবং ভাবীজীবনে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা বিষঙ্গতা সৃষ্টি করিতে পারে।

৬৩ *Ibid.*, Ch XIII.

নবম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের শ্রেণী-বিভাগ ও প্রলক্ষণ

১। ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ বা জাতিরূপ (Types of Personality) :

ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার সুবিধার জন্য অনেক লেখক ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। এইভাবে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপ (type)-এর উদ্ভব হইয়াছে। জাতিরূপের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, জাতিরূপগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা বিপরীত এবং এক জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য অপর জাতিরূপে থাকিতে পারে না ; কেহ কেহ বলেন যে, জাতিরূপগত বৈশিষ্ট্য প্রলক্ষণের ন্যায় এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত (distributed) আছে ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রলক্ষণের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত নহে—কোন জাতির মধ্যে যে প্রলক্ষণ পুঞ্জীভূত (accumulated) হইয়া একটি গোষ্ঠী গঠন করে, তাহাকে জাতিরূপ বলে।

(ক) মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ :

(১) য়ুঙ্গ (Jung)-কৃত শ্রেণী-বিভাগ :—জাতিরূপের শ্রেণীকরণ নানা সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া করা যাইতে পারে। **মানসিক ক্রিয়া** (mental functions)-এর ভিত্তিতে যে সব লেখক ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম হইলেন য়ুঙ্গ্—তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন : **বহির্বৃত** (extrovert) এবং **অন্তর্বৃত** (introvert)।

বহির্বৃতের ব্যক্তিত্ব বাহ্যকেন্দ্রিক বা বহির্মুখী ; সে নিজের চিন্তা বিশেষ না করিয়া অপরের সহিত মেলা-মেশায়, আলাপ-আলোচনায় তৃপ্তি বোধ করে, অন্যের সহিত সহজেই নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে, অবস্থার তারতম্য অনুসারে বা প্রয়োজনমত নিজের কার্যনীতি বা আদর্শের পরিবর্তন করে। অপরপক্ষে অন্তর্বৃত আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে

ভালবাসে; অন্যের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না, সহজে নিজের আদর্শ (ঠিকই হউক্ বা ভুলই হউক্) হইতে বিচ্যুত হয় না।[১] অবশ্য বহির্বৃতত্ব বা অন্তর্বৃতত্ব বাহ্যজগতের সহিত প্রতিযোজনের সময় প্রতিক্রিয়ার সহিত প্রকাশ পায়।[২] যখন কোন বিশেষ প্রকারের প্রতিক্রিয়া বার বার প্রকাশ করার ফলে উহা অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই উহা স্থায়ী বহির্বৃতত্ব বা অন্তর্বৃতত্বের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে।[৩]

আমরা পূর্বেই (পৃঃ ১২৯) আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশ্নোত্তর-প্রণালীর মাধ্যমে জানা যাইতে পারে বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের মধ্যে কে কী প্রকার ব্যবহার করিতে পছন্দ করে। আমরা এখানে উহাদের প্রতিন্যাস (attitude) এবং ব্যবহারের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্দেশ করিব:

অন্তর্বৃত	বহির্বৃত
(১) ব্যক্তিগত ভাবধারা দ্বারা দৃষ্টি-ভঙ্গী নিরূপিত হয়; এবং বাহ্যজগতের বস্তুর প্রতি উদাসীন থাকে।	(১) বাহ্যবস্তুর দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়; বাহ্যজগতের বস্তুর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।
(২) কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলে এবং সহজে তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না।	(২) প্রয়োজনমত নীতি বা আদর্শ পরিবত ন করিতে পারে।
(৩) নিজের প্রতি (বিশেষতঃ নিজের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির প্রতি) বিশেষ মনোযোগী।	(৩) নিজের সম্বন্ধে মোটামুটি উদাসীন বা অমনোযোগী।

১ Introvert ও Extrovert-দের প্রতিটিকে আবার চারিটি উপ-জাতি (sub-type)-এ ভাগ করা যায়, যথা: thinking type, feeling type, sensation type এবং intuition type।

২ Chein মনে করেন যে, অন্তর্বৃতত্ব ও বহির্বৃতত্ব প্রতিক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন রূপ (reaction type); এইজন্য নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে লোকে বহির্বৃতের ন্যায় ব্যবহার করে, অথচ বিপদের মধ্যে তাহারা অন্তর্বৃতের ন্যায় ব্যবহার করে। (*Journal of Social Psychology*, Vol. 18, pp 89-109 দ্রষ্টব্য।)

৩ য়ুঙ্গের ভাষায়: "When the orientation to the object and to objective facts is predominant...one speaks of an extroverted *attitude*. When this is *habitual*, one speaks of an extroverted *type*".

	বহির্বৃত
(৪) নূতন পরিবেশের সহিত সহজে প্রতিযোজন করিতে পারে না।	(৪) অনায়াসেই নূতন পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন করিতে পারে।
(৫) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'চিন্তাপ্রবণ' (অর্থাৎ thinking type-এর লোক) তাহাদের চিন্তার মধ্যে বিমূর্ত ধারণা (abstract ideas) প্রাধান্য লাভ করে।	(৫) ইহাদের চিন্তা বাস্তব ঘটনা (concrete facts)-কে কেন্দ্র করিয়া থাকে।
(৬) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'অনুভূতিপ্রবণ' (অর্থাৎ feeling type-এর) তাহারা গভীর ও তীব্রভাবে (deeply and strongly) অনুভূতি বোধ করে, কিন্তু সহজে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না।	(৬) ইহারা সহজেই নিজেদের আবেগ প্রকাশ করে এবং কোন অনুভূতিই গভীর রেখাপাত করে না। ইহাদের সামাজিকতা-বোধ (social feeling) অধিক থাকায় ইহারা সহজেই লোকজনের সহিত মিশিতে পারে।
(৭) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'সংবেদনপ্রবণ' (sensory type) তাহারা মাত্র বিশেষ বিশেষ সংবেদন পছন্দ করে এবং উহাদের 'ধ্যান' (contemplation)-এ তৃপ্তি বোধ করে।	(৭) ইহারা যেন বাহ্যজগতের বস্তু ও ঘটনা দ্বারা উদ্দীপিত হইতে চাহে এবং উদ্দীপনের অভাবে 'অস্বস্তি' বোধ করে।
(৮) ইহাদের মধ্যে যাহারা 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন' (intuitive type), তাহারা হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তাহা সহজে বাহ্য-আচরণে প্রকাশিত করে না—উহা তাহাদের চিন্তার মধ্যেই সীমিত থাকে।	(৮) ইহাদের মধ্যে যাহারা তথাকথিত 'অন্তর্দৃষ্টি'র ফলে অনায়াসেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহারা তদনুযায়ী সাধারণতঃ তৎক্ষণাৎ কার্য করে।
(৯) বাস্তবের সহিত প্রতি-	(৯) ইহাদের ব্যবহারে ক্ষতি-

অন্তর্বৃত	বহির্বৃত
যোজনে অক্ষম হইলে ইহাদের ব্যবহারে 'বাস্তব পরিস্থিতি হইতে পলায়ন' (withdrawal) বা বাস্তবকে পরিহারের চেষ্টা এবং 'অলীক কল্পনা' (phantasy) প্রকাশ পায়।	পূরণ (compensation)-এর প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়।
(১০) ইহারা যদি বায়ুরোগ (psychoneurosis)-এ ভোগে, তাহা হইলে 'আবেশিক বায়ু' বা বা 'অনুকর্ষী বায়ু' (obsession compulsion neurosis) দেখা দিবার সম্ভাবনা অধিক।	(১০) ইহাদের ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া (hysteria) দেখা দিবার সম্ভাবনা অধিক।

য়ুঙ্-প্রদত্ত বহির্বৃত-অন্তর্বৃতের এই বিভাগ দৈনন্দিন জীবনে জনগণকে বুঝার ব্যাপারে এবং মনোরোগ-চিকিৎসাকালে চিকিৎসা কার্যে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের ব্যক্তিত্বে এত বৈচিত্র্য আছে, এত অনুপম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে যে, সকল মানুষকে অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় না। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের মধ্যবর্তী শ্রেণী (intermediate class)-এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের সমন্বয় দেখা যায়। এইজন্য ইহাদের বলা যায় **উভয়মুখী** (ambivert)। অল্পসংখ্যক লোকই সম্পূর্ণরূপে অন্তর্বৃত বা সম্পূর্ণরূপে বহির্বৃত। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, পূর্ণ অন্তর্বৃতত্ব এবং পূর্ণ বহির্বৃতত্ব এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভেদ্যতা বা তারতম্য (variation) ঘটে।

(২) কুয়েল্‌পে-প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ ঃ

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষণকালে কুয়েল্‌পে (Külpe) লক্ষ্য করেন যে, এক দল লোক উদ্দীপকের বর্ণ বা রঙ্ দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার আর একদল উদ্দীপকের আকৃতি (shape বা form) দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহার ভিত্তিতে

তিনি ব্যক্তিত্বের দুইটি জাতিরূপের কথা বলেন : একটি 'বস্তুমুখী' (material) এবং অপরটি হইল 'আকৃতিমুখী' (formal)।

(৩) য়েন্‌শ্‌-প্রদত্ত শ্রেণীকরণ :

কয়েকজন মনোবিৎ পরীক্ষণকালে লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি ব্যক্তির ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ চৌদ্দ বৎসরের নিম্নের বালক-বালিকার ক্ষেত্রে—দেখা যায় যে, তাহারা প্রত্যক্ষের ন্যায় সুপরিস্ফুট প্রতিরূপ 'অবলোকন' করিয়া থাকে। এই প্রকার প্রতিরূপকে বলা হয় **আইডেটিক প্রতিরূপ** (eidetic image)। (পৃঃ ৬১২ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের আবার পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য থাকে। ইহাদের গুণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে য়েন্‌শ্‌ (Jaensch) ব্যক্তিত্বের দুইপ্রকার জাতিরূপ (type)-এর কথা বলিয়াছেন। একটি হইল 'B'-type—এই জাতিরূপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণতঃ কলাকুশলী মনোভাব (artistic mentality) থাকে এবং তাহাদের সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (sympathetic nervous system) তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং থাইরইড্‌ গ্রন্থি কতকপরিমাণে বর্ধিত হয়। দ্বিতীয় জাতিরূপ হইল 'T'-type[৪]—এই জাতিরূপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের য়ুঙ্গ্‌-বর্ণিত বহির্বৃত্তিদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; ইহারা বাহ্য উদ্দীপন দ্বারা সহজেই উদ্দীপিত হয়।

(খ) দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ :

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের দৈহিক আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ঘটে বলিয়া বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ মুখাবয়বের বৈচিত্র্যের সহিত ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক আছে মনে করিতেন। গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটেস্‌ (Hippocrates) বলিতেন যে, দেহের তারতম্যের সহিত আয়ান (temperament)-এর সংযোগ আছে।[৫]

৪ এখানে 'B'-type-এর অর্থ Basedowid Type এবং 'T'-type-এর অর্থ Tetanoid type।

৫ মহাকবি শেক্সপীয়র দৈহিক গঠনের সহিত মানসিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

"Yond Cassius has a lean and hungry look
He thinks too much : such men are dangerous."
(*Julius Caesar.*)

ক্রেট্‌শ্‌মের-কৃত বিভাগ :

বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ক্রেট্‌শ্‌মের (Kretschmer) দৈহিক গঠনের সহিত ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে মানসিক অস্বাভাবিকতার কারণ লইয়া অনুসন্ধান করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, অস্বভাবী মনের সহিত দৈহিক গঠনের সংযোগ আছে। পরে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাভাবিক মন লইয়া আলোচনা করেন।

ক্রেট্‌শ্‌মের দুইটি প্রধান মানসিক বিকার বা রোগ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন : একটি হইল চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia) এবং অপরটি হইল খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive insanity)। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা ঘটিলে রোগী বাহ্যজগৎ হইতে নিজেকে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের সৃষ্ট এক মনোজগতে বাস করে। রোগী বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং তাহার নানাপ্রকার অমূলপ্রত্যক্ষ (hallucination) এবং ভ্রান্তি (delusion) দেখা দেয় (যেমন, রোগীর ভ্রান্তি ঘটিতে পারে যে, 'সকলেই তাহাকে নিপীড়ন করিতেছে' বা 'সে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সন্তান' ইত্যাদি)। খেদোন্মত্ত বাতুলতা ঘটিলে রোগী একবার উন্মত্ত (maniac) হইয়া পড়ে (যে অবস্থায় সে সব কিছু দলিত-মথিত করিয়া ফেলিতে চাহে), আবার একবার অত্যন্ত নিস্তেজ বা বিষাদগ্রস্ত (depressed) হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ ক্ষিপ্ত অবস্থা এবং খেদ বা বিষাদের অবস্থা যেন চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে।[৬]

ক্রেট্‌শ্‌মের ২৬০টি মানসিক রোগী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, দেহাবয়ব অনুসারে তাহাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : **এস্‌থেনিক্** (asthenic), **পিক্‌নিক্** (pyknic) এবং উহাদের মধ্যবর্তী **এ্যাথ্‌লেটিক্** (athletic)। ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্য এইরূপ :

(১) এস্‌থেনিক্ (asthenic)—ইহারা ক্ষীণদেহ এবং ইহাদের দেহ-রেখা সরল। দেহের ওজনের তুলনায় ইহারা দীর্ঘ, ইহাদের হস্ত-পদ দীর্ঘ, পেশী ও অস্থি অপরিপুষ্ট, বক্ষোদেশ অনুন্নত ও ক্ষীণ, পঞ্জরাস্থিগুলি যেন গোণা যায়, উদরদেশ ক্ষীণ। মোট কথা, স্থূলতা ও পুষ্টির অভাবের সহিত

৬ এই দুই রোগের বিস্তারিত বিবরণের জন্য McDougall, *An Outline of Abnormal Psychology*, Chs. XXII & XXIII দ্রষ্টব্য।

দীর্ঘতার সমন্বয়ই (a deficiency in thickness combined with an average unlessened length) হইল এস্‌থিনিকের প্রধান লক্ষণ।

(২) পিক্‌নিক্ (pyknic)—ইহারা এস্‌থেনিকের বিপরীত। ইহারা স্থূলদেহ এবং গোলাকার—ইহাদের সর্বদেহে চর্বির আধিক্য থাকে। উচ্চতা মধ্যম প্রকারের; মস্তিষ্ক, বক্ষোদেশ এবং উদরদেশ বর্ধিত বা স্ফীত আকারের। স্থূলত্ব (plumpness) ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

(৩) এ্যাথ্‌লেটিক্ (athletic)—ইহারা উপরে বর্ণিত দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। ইহারা অতিরিক্ত স্থূলও নহে, অতিরিক্ত ক্ষীণও নহে। ইহাদের অস্থি ও পেশীসমূহ পুষ্ট। চর্বির আধিক্য বশে দেহ স্ফীত বা বর্তুলাকার নহে, অথচ বেশ সুগোল, সুডৌল গঠন। উচ্চতা মধ্যম হইতে দীর্ঘ আকারের হইতে পারে। পরিপুষ্ট পেশী ও অস্থি ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

এই তিন প্রকার ব্যতীত আর এক প্রকারের দৈহিক গঠন কখনও কখনও দেখা যায়। ইহাদের বলা যায় **ডিস্‌প্লাষ্টিক্** (dysplastic)—ইহারা সংখ্যায় বিরল, কদাকার এবং সাধারণ মান হইতে ইহাদের আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম দেখা যায় (ইহারা "rare, surprising and ugly")[৭]।

ক্রেট্‌শ্‌মার তাঁহার রোগী পর্যবেক্ষণকালে লক্ষ্য করেন যে, **খেদোন্মত্ত বাতুলদের অধিকাংশই হইল পিক্‌নিক্-আকৃতির এবং অধিকাংশ চিত্তভ্রংশী বাতুলেরা হইল দেহগঠনে এস্‌থেনিক-আকৃতির। এ্যাথ্‌লেটিক্ এবং ডিস্‌প্লাস্‌টিকরাও হইল এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।**

ইহার ভিত্তিতে ক্রেট্‌শ্‌মের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—**চিত্তভ্রংশীরূপ** (schizothyme) **এবং খেদোন্মত্তরূপ** (cyclothyme)। **চিত্তভ্রংশীরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেদের সামাজিকতা-বোধ কম**—তাহারা সাধারণতঃ গম্ভীর, স্বল্পভাষী, এবং লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতে পারে না। **ইহাদের য়ুঙ্গ্-বর্ণিত অন্তর্বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।** ইহাদের যখন মানসিক রোগ দেখা দেয় তখন ইহারা চিত্তভ্রংশী বাতুল হয়। অপরপক্ষে খেদোন্মত্তরূপী ব্যক্তিরা সামাজিক-

---

৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য Kretschmer, *Physique and Character*, pp. 21-29 দ্রষ্টব্য।

বোধ-সম্পন্ন, রসিক, তীব্র প্রেরণা দ্বারা কার্যে নিযুক্ত হয়, অথচ ইহাদের আবেগ পরিবর্তনশীল। ইহাদের **য়ুঙ্গ্-বর্ণিত বহির্বৃতদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে** (তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাধারণ বহির্বৃতেরা পরিবর্তনশীল আবেগের অধীন নহে)। ইহাদের যখন মানসিক রোগ হয়, তখন ইহাদের খেদোন্মত্ত বাতুলতা দেখা দেয়।

আবার ক্রেট্শ্মের ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, কতকগুলি লোক আছে যাহারা পুরাপুরি অস্বভাবী না হইলেও ঐ পথে চলিয়াছে, অর্থাৎ ইহারা যেন স্বাভাবিকতার শেষ প্রান্তে আছে এবং যে কোন সময় ইহাদের মধ্যে পূর্ণ অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। ইহাদের যথাক্রমে চিত্তভ্রংশতা-অভিমুখী (schizoid) এবং খেদোন্মত্ততা-অভিমুখী (cycloid) বলা হয়।

ক্রেট্শ্মারের মতবাদকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত আকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য		স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের রূপ		মনোবিকারের আভিমুখ্য		পূর্ণ মানসিক বিকার
(ক) পিক্নিক্ (pyknic)	—	খেদোন্মত্তরূপ (cyclothyme)	—	খেদোন্মত্ততা-অভিমুখী (cycloid)	—	খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic-depressive or circular insanity)
(খ) এস্থেনিক্ (Asthenic) (গ) এ্যাথলেটিক্ (Athletic) (ঘ) ডিস্প্ল্যাস্টিক (Dysplastic)	—	চিত্তভ্রংশীরূপ (schizothyme)	—	চিত্তভ্রংশতা-অভিমুখী (schizoid)	—	চিত্তভ্রংশী-বাতুলতা (schizophrenia)

(২) **শেল্ডন-কৃত বিভাগ :**

শেল্ডন্ (William Sheldon) ক্রেট্শ্মেরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্রেট্শ্মেরকে সমর্থন করিতে পারেন নাই।

ক্রেট্‌শ্‌মের সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন এবং তিনি মাত্র ২৬০ জন রোগী পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। শেলডন্ বাহ্য পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণ করাকে শ্রেয়ঃ মনে করেন এবং তিনি চার হাজার নগ্নগাত্র ছাত্রের ফটো গ্রহণ করেন।[৮] ক্রেট্‌শ্‌মেরের সহিত শেল্‌ডনের প্রধান পার্থক্য হইল যে, শেল্‌ডনের মতে দৈহিক ভিত্তিতে জাতিরূপ নির্ধারণের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ দেহের এক অংশের তুলনায় অপর অংশ অতিরিক্ত বর্ধিত, না স্বল্প-বর্ধিত ইহা দেখিতে হইবে।[৯]

শেলডন্ তিন প্রকারের দেহ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন।

(১) **এন্‌ডোমর্‌ফিক্** (endomorphic)—ইহাদের আন্তরযন্ত্র (বিশেষতঃ উদরাংশ) দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিকতর স্ফীত, অথচ অস্থি, পেশী ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অপরিপুষ্ট (ইহারা **পিক্‌নিক্‌দের সহিত তুলনীয়**)।

(২) **মেসোমর্‌ফিক্** (mesomorphic)—ইহাদের দেহের সাধারণ গঠন দৃঢ় ও কঠিন এবং পেশীসমূহ সুসংবদ্ধ (ইহারা **এ্যাথলেটিক্‌দের সহিত তুলনীয়**)।

(৩) **এক্‌টোমর্‌ফিক্** (ectomorphic)—ইহাদের দেহ দীর্ঘ ও ক্ষীণ, পেশীসমূহ সুগঠিত নহে এবং আন্তরযন্ত্র বিশেষ বর্ধিত নহে (ইহারা **এস্‌থেনিক্‌দের সহিত তুলনীয়**)।

এই তিন প্রকারের দেহরূপের সহিত তিন প্রকারের ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট থাকে।

---

৮ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার *Atlas of Men* নামক পুস্তকে তিনি সহস্রাধিক পুরুষের ছবি দ্বারা দেহ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতিরূপ-নির্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি ভবিষ্যতে *Atlas of Women* প্রকাশ করিবার আশা রাখেন।

৯ কোন ব্যক্তির মান-নির্ধারণ (rating)-এর জন্য শেল্‌ডন্ ৭টি স্থানের পরিমাপ গ্রহণ করিতেন এবং এইভাবে প্রতিক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বতম মান-অঙ্ক ৭ এবং নিম্নতম মান-অঙ্ক ১ হইতে পারে। সুতরাং চরম (extreme) এন্‌ডোমর্‌ফের মান-অঙ্ক হইবে ৭-১-১, চরম মেসোমর্‌ফের মান-অঙ্ক হইবে ১-৭-১ এবং চরম এক্‌টোমর্‌ফের মান-অঙ্ক হইবে ১-১-৭ ; তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোন চরম শ্রেণীভুক্ত নহে এবং তাহাদের গড়পড়তা মান-অঙ্ক হইবে ৪-৪-৪।

(১) যাহারা **এনডোমর্‌ফিক্** তাহারা **ভিসেরোটোনিক্ (viscerotonic) :**

ইহাদের দেহের ভঙ্গিমা শ্লথ (relax); ইহারা দৈহিক আরামপ্রিয়; ইহাদের প্রতিক্রিয়া মন্থর; ইহারা ভোজনপ্রিয় এবং অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে ভালবাসে; ইহারা আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ইত্যাদি পছন্দ করে; ইহারা অন্যের সহিত মিশিতে চাহে; অন্যের স্নেহ-ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে; বিপদে অন্য লোকের সাহায্য চাহে; ইহাদের আবেগের প্রবাহ সমভাবে চলে (even flow of emotion); নিজের মনের আবেগ ও অনুভূতি ইহারা খোলাখুলি বা সরলভাবে অন্যের নিকট প্রকাশ করে; ইহাদের সহ্যশক্তি আছে; ইহারা নিদ্রাকালে গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হয়; শৈশবের চিন্তা পছন্দ করে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা ভালবাসে; মদ্যপান করিলে অত্যন্ত অসংযত হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

(২) যাহারা **মেসোমর্‌ফিক্** তাহারা **সোমাটোটোনিক্ (somatotonic) :**

ইহাদের দেহের ভঙ্গিমা ও গতি দৃঢ়তাসূচক (assertive); ইহারা দুঃসাহসিক কার্য পছন্দ করে; ইহাদের প্রতিক্রিয়া তেজোদৃপ্ত; ইহারা ব্যায়াম চাহে, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিবার বাসনা থাকে; প্রতিযোগিতা ভালবাসে; বদ্ধ জায়গায় থাকিতে চাহে না; বীরদর্পে শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে; ইহাদের গলার স্বর অসংযত এবং ইহারা গোলমাল পছন্দ করে; বিপদে পড়িলে কাজ করিতে চাহে; যৌবনের কার্যকলাপ ও লক্ষ্য লইয়া আলোচনা ভালবাসে; মদ্যপান করিলে আত্মদম্ভ প্রকাশ পায় ইত্যাদি।

(৩) যাহারা **একটোমরফিক্** তাহারা **সেরিব্রোটোনিক (cerebrotonic) :**

ইহাদের গতি ও দেহভঙ্গিমা বেশ সংযত (restraint); প্রতিক্রিয়া অতিরিক্ত দ্রুত, গোপনতা পছন্দ করে; আবেগকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং মনের অনুভূতি গোপন করে; সামাজিকতা একেবারে অপছন্দ করে; খোলা জায়গায় থাকিতে ভয় করে; মনের গতি পূর্ব হইতে নির্ধারণ করা কঠিন; দীর্ঘ নিদ্রার অভ্যাস নাই এবং প্রায় সর্বদাই ক্লান্তি বোধ করে;

বিপদের সময় নির্জনে থাকিতে চায়; ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে; মাদকদ্রব্যাদির প্রতি নিস্পৃহ ইত্যাদি।[১০]

আমরা সংক্ষেপে ক্রেট্শ্‌মার্ ও শেল্‌ডনের মতবাদ বর্ণনা করিলাম। এইবার এই মতদ্বয়ের **সমালোচনা** করা যাউক্।

(১) ক্রেট্শ্‌মার এবং শেল্‌ডনের মতবাদ বা তদনুরূপ মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল যে, **দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের প্রধান এবং গৌণ নির্ধারক নহে।** এই সব গঠন-বৈশিষ্ট্যের আবার নিজস্ব কারণ থাকিতে পারে; যেমন, দেহের স্থূলত্ব বা ক্ষীণত্ব, দীর্ঘতা বা খর্বতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতে পারে বা নালিকাবিহীন (অথবা অন্তক্ষরা) গ্রন্থির রসক্ষরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, দেহের বৈশিষ্ট্য হইতে সরাসরি ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ প্রলক্ষণের উদ্ভব না হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ দেহ-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাহ্য পরিবেশের সহিত বিশেষ প্রকারের প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয় (যেমন, অত্যন্ত স্থূলদেহবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ প্রতিযোজনের প্রয়োজন হয়, ক্ষীণদেহীর পক্ষে সেইরূপ প্রযোজন না হইতে পারে)[১১] এবং এই সব বিশেষ বিশেষ প্রতিযোজনের প্রচেষ্টা হইতে বিশেষ বিশেষ প্রলক্ষণ দেখা দেয়।

(২) ক্রেট্শমারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তিনি দৈহিক গঠনের যে শ্রেণীকরণ করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র **কিছু সংখ্যক অস্বভাবি-মনোবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া রচিত হইয়াছিল**[১২]; **সুতরাং উহার সার্বিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠে।** তাহা ছাড়া, পরবর্তী কালে

১০ এই তিনটি হইল মুখ্য দেহ-রূপ। ইহা ব্যতীত শেলডন্ আরও কয়েকটি গৌণ বা অপ্রধান দেহ-রূপের কথা বলিয়াছেন: যথা, (১) Dysplasia—ইহা হইল প্রধান প্রধান দেহ-রূপের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অদ্ভুত সমাবেশ। (২) Gynandromorphy—ইহা হইল পুরুষের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। (৩) Textural aspect—ইহা হইল দৈহিক উপাদানের স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব।

১১ 'স্থূলদেহীরা রসিক' (Fat men are humorous)—এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে পরিহাস ছলে বলা হয় "মোটা লোকেরা রসিক না হ'য়ে কি করবে? অপরের সঙ্গে ঝগড়া করলে তারা না পারবে মারামারি করতে, আর না পারবে পালাতে।"

১২ এই বিষয়ে ম্যাক্‌ডুগালের মন্তব্য লক্ষণীয়: "But Kretschmer's conclusions are based almost wholly on the Schwabian population; and he has not taken into account racial peculiarities, whether mental or physical." (*An Outline of Abnormal Psychology*, pp. 440-41 *fn.*)

গবেষকগণ দেখিয়াছেন যে, ক্রেট্‌শ্‌মার-প্রদত্ত শ্রেণীকরণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে।

(৩) **শেল্‌ডনের** মতবাদ বহু স্বাভাবিক ব্যক্তির দেহের পরিমাপ ও ছবি গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে এবং তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, দেহ-বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য উপাদানও ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে (যদিও আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না)। তাহা হইলেও, **ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক গঠনের প্রাধান্য তিনি কতদূর 'প্রমাণ' করিয়াছেন এবং উহা কতদূর পুনঃ পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।**

(গ) শৈশবের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণ ঃ

আমরা পূর্বে (পৃঃ ২৭১-৭৪) আলোচনা করিয়াছি যে, সমাজ (বিশেষতঃ পরিবার) ব্যক্তি-জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এই জন্য সামাজিক তথা পারিবারিক প্রভাবকে ব্যক্তিত্বের অন্যতম উপাদান বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য করা হয়।

শিশু-জীবনের উপর বাহ্য পরিবেশ (বিশেষতঃ পিতা-মাতার ব্যবহার) কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে এবং উহার ব্যক্তিত্ব-গঠনে 'উপাদান' জোগাইয়া থাকে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েড্‌। পিতা-মাতার (ও অন্যান্য পরিণতবয়স্কদের) ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশুর কাম (libido)-এর গতি এক বিশেষ পর্যায়ের উপর সংবদ্ধ (fixated) হইয়া যাইতে পারে এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ রূপ নির্ধারিত হয়। তাঁহার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফ্রয়েড্‌ ব্যক্তিত্বের তিনটি জাতি-রূপের উল্লেখ করিয়াছে[১৩] :

(১) **পায়ুকামী** (Anal-erotic Type)—শিশুর পিতা-মাতা যদি শৈশবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (toilet training)-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, বা কোন কারণে শিশু যদি পিতা-মাতার উপর বিরাগজনিত আক্রমণাত্মকভাব পোষণ করে, তাহা হইলে শিশু পায়ুকামী হইতে পারে।

১৩ Freud, *Collected Papers*, Vol. II দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য G. S. Blum, *Psychoanalytic Theories of Personality*, pp 139-164 দ্রষ্টব্য।

পায়ুকামী ব্যক্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রায় তিন প্রকারের আবেশিক (obsessional) **ব্যবহারের মাধ্যমে—কৃপণতা** (parsimony বা frugality), **একগুঁয়েমি** (petulence বা obstinacy) এবং **কোন কিছুর খুঁটিনাটি লইয়া খুঁতখুঁত করা** (pedantry বা overfussiness about details)।

(২) **মুখ-কামী** (Oral-erotic Type): ইহারা দুই প্রকারের—মর্ষকামী (sadistic) এবং ভৌগিক (passive)। **যাহারা মর্ষকামী** (oral-sadistic বা 'biting' type) **তাহারা শৈশবে মাতার আদর-যত্ন হইতে বঞ্চিত** এবং ফলে শৈশব হইতেই তাহাদের একটা ব্যর্থতার ভাব (sense of frustration) দেখা দেয়। ইহারা **ভাবী জীবনে হয় নৈরাশ্যতার ভাব** (pessimism) **দেখায়, না হয় বিদ্বেষভাবাপন্ন** (malicious) **হইয়া পড়ে** এবং আচারে-ব্যবহারে **বিদ্রূপাত্মক** (sarcastic) হইয়া পড়ে। আবার যাহারা **ভৌগিক মুখকামী** (oral-passive বা 'sucking' type) তাহারা **আশাবাদী** (optimistic) এবং আচরণে **অপরিপক্ক** বা **শিশুসুলভ** (immature) হইয়া পড়ে।

(৩) **উপস্থ-কামী** (Genital Type)—ইহাদের ভিতর যাহারা লিঙ্গকামী (phallic type) তাহারা আত্মকামী (narcisstic) ও দুরাকাঙ্ক্ষী (overambitious) হইয়া পড়ে—সে **সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে,** এবং **সামান্য ব্যর্থতাতেই হতাশ হইয়া পড়ে।** যাহারা এই স্তর অতিক্রম করিয়া সাধারণ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহাদের স্বাভাবিক গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার মূল তত্ত্ব (কামবাদ বা doctrine of libido) লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে ; এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা মাত্র কয়েকটি মন্তব্য করিব :

(১) **ব্যক্তিত্বের মূলে কেবলমাত্র যে কামই কার্য করিতেছে তাহা বলা যায় না।** কামকে ব্যক্তিত্বের 'একমাত্র উপাদান' না বলিয়া 'অন্যতম উপাদান' গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়।

(২) **ব্যক্তিত্বের ভিত্তিভূমি যে শৈশবেই সম্পূর্ণরূপে রচিত**

হয় এমন কথা সকলে গ্রহণ করেন না। বর্তমানের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ফ্রয়েড্ একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন মনে হয়।

(৩) ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি জাতিরূপের উল্লেখ ফ্রয়েড্ করিয়াছেন, কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে তাহাদের **শুদ্ধরূপ** (pure forms)-এ **দেখা যায় না।**

(৪) ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-নির্ধারণে ফ্রয়েড্ তথাকথিত **অস্বাভাবিক ব্যবহারের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।**

(৫) শৈশবে মলরোধের অভ্যাস করিয়া যে পায়ুকামী হইয়া পড়ে, সে ভাবীজীবনে অর্থ 'ধারণ' করিয়া রাখিবে, অর্থাৎ অর্থ ব্যয়ে কাতর এবং কৃপণ হইবে—এই মত সাধারণ বিবেচনায় **নিতান্ত কষ্টকল্পিত** বলিয়া মনে হয়।

সাধারণ মন্তব্য ঃ

আমরা উপরের ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করিলাম।

জাতিরূপ অনুসারে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে।

এইরূপ বিভাগের **সুবিধা** হইল যে, এক একটি 'শুদ্ধ' জাতিরূপ জানা থাকিলে উহার আলোকে ব্যক্তি-বিশেষের স্বরূপ সহজে নির্ণয় করা যায়। কতকগুলি গুণের সমাবেশে একটি শ্রেণী কল্পনা করা হয়; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা জানিলে তাহার কি কি প্রলক্ষণ থাকিবে তাহা অনুমান করা যায়। সুতরাং জাতিরূপ-কল্পনা 'আলোচনার নির্দেশক' (reference point) হিসাবে আলোচনার সুবিধা করে। তাহা ছাড়া, এইরূপে বিভাগ করিলে 'সমগ্র' (gestalt বা pattern)-এর সাহায্যে 'অংশ'-গুলিকে (যথা, বিশেষ বিশেষ আবেগ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি) বুঝা যায়।

(১) জাতিরূপ কল্পনার বিরুদ্ধে **প্রধান অভিযোগ** হইল যে, ইহা জাতিরূপগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক্ কল্পনা করে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ **'শুদ্ধ' জাতিরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।** অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষ দুইটি বিপরীত জাতিরূপের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ শ্রেণীকরণের সময় মনে করা হয় যে, ব্যক্তিত্বের 'সমগ্রত্ব' ব্যক্তিত্বের 'অংশ'-গুলিকে একই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার সত্যতা সকল সময় প্রমাণিত হয় না, কারণ ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পূর্ণসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট ঐক্য দেখা যাইত ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐরূপ আদর্শ ঐক্য দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, 'সমগ্র' যেমন 'অংশ'-কে প্রভাবিত করে, 'অংশ'-সমূহও সেইরূপ 'সমগ্র'-কে প্রভাবিত করে—জাতিরূপসম্বন্ধীয় মতবাদ কিন্তু ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ, এক একটি জাতিরূপের বর্ণনায় এমন বিবিধ প্রলক্ষণের সমাবেশ করা হইয়া থাকে যাহা বাস্তবক্ষেত্রে সকল সময় ঘটে না। যেমন, অন্তর্বৃতের বর্ণনায় বলা হয় যে, সে অসামাজিক এবং কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে পারে না, আবার সে গভীর অনুভূতিপ্রবণ (deeply sensitive)। কিন্তু আমরা এমন লোক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, যাহারা অপরের সহিত মিশিতে ভালবাসে (gregarious), অথচ গভীর অনুভূতি-প্রবণ।

(৪) চতুর্থতঃ, জাতিরূপ অনুসারে ব্যক্তিত্ব-বিভাগ কালে মনে হয় যেন জাতিরূপই ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের কারণ। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে, "অমুক-লোক খুব হৈ চৈ করে, কারণ সে বহির্বৃত", "অমুক লোক কৃপণ, কারণ সে পায়ুকামী।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে, কারণ বহির্বৃতত্ব বা অন্য কোন জাতিরূপত্ব নিজেই আবার বিবিধ সামাজিক ও অন্যান্য কারণের কার্যবিশেষ।

(৫) ইহাও বলা যাইতে পারে যে, জাতিরূপ সম্বন্ধে মতবাদ এত প্রকারের আছে যে, উহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না।

এই সকল কারণে অনেক মনোবিৎ ব্যক্তিত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে জাতিরূপের উল্লেখ না করিয়া প্রলক্ষণ (trait)-এর বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

২। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Personality Traits) :

(ক) প্রলক্ষণ কাহাকে বলে ?

ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারের মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই ব্যবহার অসংখ্য এবং বহুমুখী। **বিবিধ ব্যবহারের সুষ্ঠু, সংক্ষিপ্ত, বোধগম্য উপায়ে বর্ণনা দান করিবার জন্য প্রলক্ষণের প্রয়োজন হয়।**

ধরা যাউক্, রাম সম্বন্ধে আমরা জানি যে, সে গুরুজনদের সম্মান করে, স্ত্রীলোককে মর্যাদা দান করে, লোকের সহিত কলহ করে না, বিপদে লোককে সাহায্য করে, ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করিয়া চলে ইত্যাদি। এখন রামের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দান করিতে হইলে উহার সকল ব্যবহারের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। আমরা যদি বলি 'রাম প্রকৃত ভদ্র লোক', তাহা হইলে তাহার আচরণের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইল তাহার আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহা হইলে 'ভদ্রতা' রামের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক একটি 'প্রলক্ষণ'।

যদিও প্রলক্ষণ ব্যবহারের পরিচায়ক, যাহা কিছু ব্যবহার বর্ণনা করে বা নির্দেশ করে, তাহাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রলক্ষণ বলা যায় না। কোন গুণ 'প্রলক্ষণ' পদবাচ্য হইতে হইলে উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন :

(১) উহা স্বাভাবিকভাবে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত (distributed) থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) অনেকক্ষেত্রে একটি গুণ ও তাহার বিপরীতকে লইয়া যুগ্ম প্রক্ষলণ (pair of traits) গঠন করা হয়। যেমন, প্রফুল্ল—বিষণ্ণ (cheerful—gloomy), উদ্ধত—বিনীত (ascendent—submissive)। ইহার অর্থ এই নহে যে, জনগণ 'প্রফুল্ল' ও 'বিষণ্ণ' এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইহার অর্থ হইল যে, 'প্রফুল্লতা' হইতে 'বিষাদ' পর্যন্ত এই আয়তনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হারে জনগণের মধ্যে কিছু-না-কিছু সংখ্যক লোক আছে; অবশ্য এই আয়তনের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রে সর্বাধিক সংখ্যক লোক আছে।

[ব্যক্তিত্বের মান-নির্ধারণ (personality rating)-এর জন্য যদি দুইটি বিপরীত গুণবাচক পদ ব্যবহার করা হয় এবং উহাদের দুইটি বিপরীত দিকে রাখিয়া যদি একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ রেখার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হইবে, এবং ঐ রেখাকে 'ব্যক্তিত্বের আয়তন' (dimensions of personality)-এর পরিচায়ক বলা হয়।[১৪]]

১৪ Woodworth, *Psychology*, p. 137 দ্রষ্টব্য।

(৩) 'প্রলক্ষণ'-আখ্যার উপযুক্ত গুণগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যে, উহাদের যেন সহজে বুঝিতে বা চিনিতে পারা যায় (বা উহারা easily recognisable হয়) এবং উহারা যেন বিশেষ প্রকারের ব্যবহারকে সুষ্ঠু ও সহজ উপায়ে বর্ণনা করে।

(৪) প্রলক্ষণ যে গুণের নির্দেশ করে তাহা ব্যক্তি-বিশেষের সকল আচরণের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে (consistently) যেন প্রকাশমান হয়। বাহ্য অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সহজেই উহার আমূল পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং প্রলক্ষণ এমন গুণের নির্দেশ দিবে যাহা ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের বা আচরণের যেন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী গুণ হয়।

['সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ' বলিতে কী বুঝায়? যদি বলা যায় যে, একজনের প্রলক্ষণ হইল 'প্রফুল্লতা' (cheerfulness), তাহা হইলে আশা করা যায় যে, মোটামুটি সকল অবস্থায় সে প্রফুল্ল থাকিবে; তবে অবস্থার পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিলে ইহা আশা করা যায় না। অপরপক্ষে একই অবস্থার মধ্যে অথবা অবস্থার সামান্যমাত্র তারতম্যে যে ব্যক্তি বিভিন্ন আচরণ করে, যে "ক্বচিৎ রুষ্টঃ, ক্বচিৎ তুষ্টঃ, রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে", তাহার আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ।[১৫]]

(৫) ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ স্থিরীকৃত হইলে তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের গতিপথ জানা যাইবে, ইহা আশা করা যায়। (অবশ্য ইহা সম্ভব হইতে পারে, যদি প্রলক্ষণটি সুনিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষের অতীত পরিবেশের স্বরূপ সঠিকভাবে জানা থাকে।[১৬])

---

১৫ এই স্থলে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার বলিতে আত্ম-সঙ্গতি (self-consistency) বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তুল্য অবস্থায় সমান আচরণ। আবার—'সঙ্গতি' (consistency) বলিতে ব্যাপক অর্থে সর্বকালীন প্রলক্ষণ (trait generality)-ও বুঝাইতে পারে। Woodworth-এর ভাষায়: "Trait generality implies that a certain trait manifests itself in varied situations. If even temper were a perfectly general trait, the individual possessing this trait would show it under all conditions." (*Psychology*, 12th. Ed., p. 156). [গীতায় বর্ণিত "স্থিতধী"-র কথা এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।]

১৬ H. W. Karn & J. Weitz. *Psychology*, pp. 191-193 দ্রষ্টব্য।

তুলনীয়: N. N. Sen Gupta, *Heredity in Mental Traits*, pp. 3-4:

(i) A trait is observable as a specific psychosis in introspection, e g., image-type, sensory acuity.

যদিও ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার জন্য উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রলক্ষণগুলিকে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহার অর্থ এই নহে যে, উহাদের যোগফল গ্রহণ করিলেই ব্যক্তিত্বকে বুঝা যাইবে। ব্যক্তিত্বের একটি অনুপম (unique) সামগ্রিক রূপ (totality) আছে যাহা পৃথক্ পৃথক্ প্রলক্ষণ পরিমাপ করিয়া বুঝা যায় না। ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইলে 'সমগ্র' ব্যক্তি কি-ভাবে কার্য করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।[১৭]

তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রলক্ষণগুলিকে ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ আচরণের কারণ বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না। যেমন, যদি বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে 'সদ্ভাবাপন্নতা' (friendliness) প্রলক্ষণ আছে, তাহা হইলে ইহা বুঝায় না যে, এই প্রলক্ষণটি আছে বলিয়া সে অপরের সহিত বন্ধুত্ব করে, অপরকে সাহায্য করে ইত্যাদি—বরং সে এইরূপ আচরণ করে বলিয়া তাহার 'সদ্ভাবাপন্নতা'-প্রলক্ষণ আছে বলা হয়।

(খ) প্রলক্ষণের তালিকা ঃ

প্রলক্ষণের তালিকা লইয়া মনোবিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে **বুদ্ধিশীলতা, উদারচরিত্রতা, পরিশ্রমশীলতা, শান্তভাবাপন্নতা, সদ্ভাবাপন্নতা, সহযোগিতা** ইত্যাদি হইল ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য প্রলক্ষণ।

আমরা এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিৎ কর্তৃক প্রদত্ত প্রলক্ষণের তালিকা উল্লেখ করিতে পারি ঃ

এফ্. এইচ. আলপোর্টের মত :

ফ্রয়েড্ আল্‌পোর্ট প্রলক্ষণ বলিতে বুঝেন জন্মগত ও অভ্যাসলব্ধ প্রতি-

---

(ii) A trait exhibits itself in a specified *form* of behaviour which maintains itself under varying circumstances, e g., a fear or an anger response ; the 'form' in games.

(iii) A trait is that which in introspection or behaviour is durable in character. It describes similar time-curves and exhibits similar quality-phases on different occasions.

(iv) A trait again cannot easily be modified through a change of external conditions, e.g., synæsthesia.

১৭ G. W. Allport, *Personality*, pp. 343-365 দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। তিনি পাঁচটি প্রধান প্রলক্ষণ ও উহার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :[১৮]

১। **বুদ্ধি (Intelligence) :**
সমস্যা-সমাধানের সামর্থ্য (problem-solving ability),
স্মৃতিশক্তি এবং শিক্ষণের ক্ষমতা (Memory and Learning Ability),
প্রত্যক্ষ-শক্তি (Perceptional Ability),
গঠনমূলক কল্পনা (Constructive Imagination),
বিশেষ বিশেষ দক্ষতা (Special Abilities),
সুষ্ঠু, নির্দোষ বিচারশক্তি (Soundness of Judgement),
সাধারণ প্রতিযোজনের ক্ষমতা (General Adaptabiliiy)।

২। **গতীয়তা (Motility) :**
চেষ্টাবেদনানুভূতি-প্রাখর্য এবং ঐরূপ অনুভূতির স্বল্পতা বা দুর্বলতা (Hyperkinesis—Hypokinesis),
তাড়না—বাধ (Impulsion—Inhibition),
সংসক্তি (Tenacity),
পটুতা (Skill),
গতিপদ্ধতি (Style)।

৩। **আয়ান (Temperament) :**
প্রক্ষোভ বা আবেগের পৌনঃপুনিকতা ও পরিবর্তন (Emotional Frequency and Change),
প্রক্ষোভ বা আবেগের ব্যাপকতা (Emotional Breadth),
প্রক্ষোভ বা আবেগের তীব্রতা (Emotional Strength),
স্বাভাবিক মেজাজ (Characteristic Mood),
প্রক্ষোভজ প্রতিন্যাস (Emotional Attitude)।

৪। **আত্ম-প্রকাশ (Self-Expression) :**
নোদনা (Drive),

১৮ F. H. Allport, *Social Psychology* (1924), pp. 102-103.

ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবহার (Compensation),
বহির্বৃতত্ব—অন্তর্বৃতত্ব (Extroversion—Introversion),
পরিজ্ঞান (Insight),
ঔদ্ধত্য (প্রভুত্ব)—বিনয় (Ascendance—Submission),
আত্মপ্রচার—নির্জনতাপ্রিয়তা (Expansion—Reclusion)।

৫। **সামাজিকতাবোধ (Sociality) :**

সামাজিক পরিবেশ দ্বারা উদ্দীপনা-প্রবণতা (Susceptibility to Social stimulation),
সমাজবোধ—স্বার্থানুসন্ধান (Socialization—Self seeking),
সামাজিক কার্যে অংশ গ্রহণ (Social Participation),
চরিত্র (Character).

অনেক লেখক (যথা, Shaffer) মনে করেন যে, এই তালিকাই পর্যাপ্ত। তবে ইহার সহিত কয়েকটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য যোগ দেওয়া যাইতে পারে ; যেমন, দেহের আকৃতি, দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য।

উড্‌ওয়ার্থের মত :

উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন :[১৯]

(১) নির্বন্ধতা—অধীরতা
(Persistence—Quick giving up),

(২) বিপদাশঙ্কা—প্রফুল্লতা
(Trouble-finding—Cheerfulness),

(৩) ঔদ্ধত্য—বিনয়
(Ascendance—Submissiveness),

(৫) অন্তর্বৃতত্ব—বহির্বৃতত্ব
(Introversion—Extroversion)।

১৯ Woodworth, *Psychology* (12th. Ed.), pp. 152-53.

আর্. বি. ক্যাটেলের মত :

সাম্প্রতিককালে আর্. বি. ক্যাটেল বহুবিধ (প্রায় ৪,০০০) সম্ভাব্য প্রলক্ষণ লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত বারটি বিভাগে মুখ্য প্রলক্ষণগুলি ভাগ করেন[২০] :

(১) **খেদোন্মুখ-রূপ**	বনাম	**চিত্ত-ভ্রংশীরূপ**	(৫) **উচ্ছ্বাস**	বনাম	**বিষাদ**
বহির্মুখী	—	অন্তর্মুখী	প্রফুল্ল	—	বিমর্ষ
ভদ্রভাবাপন্ন	—	রুক্ষস্বভাব	আশাবাদী	—	নৈরাশ্যবাদী
প্রতিযোজনক্ষম	—	অপরিবর্তনীয়	সঙ্গলিপ্সু	—	নিঃসঙ্গতাপ্রিয়
(২) **বুদ্ধিশীলতা**	বনাম	**উনমানসতা**	(৬) **সুবেদী, কল্পনাপ্রবণ**	বনাম	**কঠোর, সংযত**
বুদ্ধিমান্	—	নির্বোধ	আদর্শবাদী	—	রূঢ়, বিদ্রূপকারী
বিবেকী	—	বিবেকহীন	অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন	—	যুক্তিবাদী
চিন্তাশীল	—	অবিবেচক বা অপরিণামদর্শী	বন্ধুত্বভাবাপন্ন	—	কঠোরচিত্ত
(৩) **উচ্চ-পর্যায়ের আবেগ**	বনাম	**নিম্নপর্যায়ের আবেগ**	(৭) **শিক্ষিত, সামাজিকতাপূর্ণ**	বনাম	**অশিক্ষিত**
বাস্তব	—	আত্মকেন্দ্রিক	চিন্তাশীল	—	ক্ষুদ্রমনা
অপরিবর্তনীয়	—	অসংযত	অসরল	—	সরল
ধীর, শান্ত	—	উত্তেজিত	রুচিজ্ঞান-সম্পন্ন	—	অশিষ্ট
(৪) **ঔদ্ধত্য**	বনাম	**বিনয়**	(৮) **সমাকলিত**	বনাম	**অপরিপক্ক, নির্ভরশীল**
দাম্ভিক	—	নম্র	স্বাধীন	—	পরাধীন
স্বার্থপর	—	আত্মভোলা	অধ্যবসায়ী	—	ভ্রান্তিপূর্ণ
কঠোর	—	সুবেদী	ব্যবহারিক	—	অবাস্তব
			দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন	—	কল্পনাবিলাসী

২০ R. B Cattell. *Description and Measurement of Personality.* pp. 313-336 দ্রষ্টব্য।

(৯) দয়ার্দ্রচিত্ত, দুঃসাহসী	বনাম	রোধকারী, অন্তর্মুখী	(১১) অনুভূতি-প্রবণ, শিশুসুলভ	বনাম	ব্যর্থতা সহনশীলতা
দয়ালু	—	রূঢ়	শিশুভাবাপন্ন	—প্রতিযোজনশীল	
সহযোগী	—	বিঘ্নকারী	অস্থির	— শান্ত	
অকপট	—	গোপনতাপ্রিয়	অধীর	— জড়	

(১০) স্নায়বিক অবসাদ বনাম বীর্যবত্তা

অবসন্ন	—	সতর্ক
পলায়নপর	—	পরিশ্রমী
শিথিলচিত্ত	—	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

(১২) উদ্দাম বনাম ভ্রান্তিবিলাসী

উৎসাহী	—	ব্যর্থ
বন্ধুভাবাপন্ন	—	বিদ্বেষভাবাপন্ন
বিশ্বাসপ্রবণ	—	সন্দিগ্ধচিত্ত

গর্ডন আলপোর্ট (Gordon Allport)-এর মতবাদ :

আমরা এ পর্যন্ত প্রলক্ষণসম্বন্ধে যে সকল লেখকের মতবাদ আলোচনা করিলাম, তাঁহারা সকলেই সাধারণ বা সর্বজনপ্রযোজ্য (common বা universal) প্রলক্ষণের তালিকা রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। গর্ডন আল্‌পোর্টের মতের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি মনে করেন যে, প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব অনুপম (unique)—এইজন্য একই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে।[২১] আল্‌পোর্ট সাধারণ প্রলক্ষণের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই ; তবে তিনি মনে করেন যে, তথাকথিত সাধারণ প্রলক্ষণ হইল জটিল 'ব্যক্তিগত প্রলক্ষণসমূহের পরিমাপযোগ্য অবস্থা' (a measurable aspect of complex individual traits), 'বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোজনের ভঙ্গিমার মোটামুটি সাদৃশ্য।' আল্‌পোর্টের মতে প্রকৃত প্রলক্ষণ হইল ব্যক্তিগত অনুপম প্রলক্ষণ, কারণ (ক) একমাত্র ব্যক্তির মধ্যেই প্রলক্ষণ থাকে, সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না এবং (খ) প্রতি ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই এই প্রলক্ষণগুলি গড়িয়া উঠে।

---

২১ আলপোর্ট এই প্রসঙ্গে উপমা দিয়াছেন যে, "যে আগুনে মাখন গলে, সেই আগুনের উত্তাপেই ডিম জমিয়া শক্ত হয়।"

প্রলক্ষণের অনুপমত্ব সম্বন্ধে Allport, *Personality*, pp. 298-99 দ্রষ্টব্য। এই মতের সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : P. A. Bertocci, 'A critique of G. W. Allport's theory of movitation' (*Psychological Review*, 1940. Vol. 47).

৩। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (Personality Tests & Measurements) :

পরিমাপের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা :

ব্যক্তি বিশেষকে বুঝিবার চেষ্টা মানুষ সুদূর অতীত হইতেই করিয়া আসিতেছে ; এইজন্য সে ব্যক্তি-বিশেষের বাহ্য আচরণ লক্ষ্য করে, তাহার সম্বন্ধে অপরের মতামত জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাকে তাহার বিশ্বাস, আদর্শ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। মনোবিদ্যার প্রগতির ফলে আজ যখন মানুষ মানুষকে সুষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনও সে উপরি-উক্ত সনাতন পদ্ধতিগুলি ত্যাগ করে নাই ; তবে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ বা নীতিসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত করিবার উপায় সে উদ্ভাবন করিয়াছে। **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কয়েকটি সুনিয়ন্ত্রিত** (controlled) **পন্থায় ব্যক্তিত্বের মান নির্ধারণের চেষ্টা করে এবং ইহার অনুসন্ধানের ফলাফল পরিমাণের অঙ্কে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে।**

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহার, সমষ্টিগত ব্যবহার এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝা এবং পারিমাণিক মূল্য-নির্ধারণ করা। এই প্রকার জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবহার ভবিষ্যতে কী হইতে পারে তাহা অনুমান করি এবং প্রয়োজন হইলে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণের উপায় চিন্তা করিতে পারি।

যদি কোন ব্যক্তি অপপ্রতিযোজনের ফলে অসুবিধা ভোগ করে এবং মনোবিদের সাহায্য চায় তখন তাহার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ করা হইলে মনোবিৎ সহজেই বুঝিতে পারেন কোথায় তাহার মানসিক দুর্বলতা এবং কোথায় তাহার শক্তি। সেইরূপ ছাত্রনির্বাচন, কর্মিনিয়োগ, সৈন্য-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রয়োজন।

পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি :

ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রচেষ্টার প্রারম্ভ হইতে বহু মনোবিৎ বিবিধ পরীক্ষা-

পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন।[২২] আমরা এখানে কয়েকটি প্রধান পদ্ধতির উল্লেখ করিব।

(ক) সাধারণ সাক্ষাৎকার (Interview) :

সাক্ষাৎকারের সময় মনোবিৎ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহাকে জানিতে চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ মনঃসমীক্ষণকালে মনোবিৎ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। রোগী তাহার জীবন-কাহিনী বলিয়া যায় (ইহাকে বলা হয় বিরেচন বা catharsis) এবং মনঃসমীক্ষণবিৎ নীরবে তাহা শ্রবণ করেন। রোগীর কাহিনীর মাধ্যমে মনোবিৎ তাহার জীবনের সমস্যা, তাহার অভিযোগ, তাহার অতীত অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ইত্যাদি জানিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

স্বাভাবিক লোকের ক্ষেত্রেও সাক্ষাৎকার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। স্কুল-কলেজে ছাত্র-নির্বাচন, চাকুরীক্ষেত্রে কর্মিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যে সাধারণ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

সাক্ষাৎকার **দুই প্রকারের** হইতে পারে : **পূর্বপ্রকল্পিত, প্রণালীসঙ্গত** (pre-planned, formal) এবং **খোলাখুলি কথোপকথন** (informal, conversational)। প্রথমটিতে সাক্ষাৎগ্রহণকারী (interviewer) সাক্ষাৎপ্রদানকারী (interviewee)-কে পূর্ব হইতে রচিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহা এক প্রকারের মৌখিক পরীক্ষা বিশেষ। ইহার সুবিধা হইল যে, ইহাতে 'বৃথা' সময় নষ্ট হয় না এবং সাক্ষাৎগ্রহণকারীর নিজস্ব মত, বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার বিচার দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম ; কিন্তু ইহার অসুবিধা হইল যে, ইহা কৃত্রিম, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে না (কারণ কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলি রচিত হয়)। অপর পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতি (informal method) এর সাফল্য নির্ভর করে সাক্ষাৎগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা, সাবধানতা

২২ Ferguson তাঁহার *Personality Measurement* নামক গ্রন্থে ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার ক্ষেত্রে চৌদ্দ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা, Empirical, Rational, A´ priori, A´ posteriori, Unidimensional, Multidimensional, Diagnostic, Prognostic, Non-analytical, Analytical, Perceptual, Imaginal, Observational এবং Experimental.

ও কৌশলের উপর। এই জন্য এই প্রকার সাক্ষাৎকার পদ্ধতির যাথার্থ্য লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। [২৩]

(খ) প্রশ্নাবলী বা প্রশ্নতালিকা (Questionnaires & Inventories):

প্রশ্নাবলী পদ্ধতিতে রীতিসম্মত উপায়ে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে উহাদের উত্তর দিতে বলা হয়—উত্তরগুলি হয় 'হাঁ' নয় 'না' এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে দিবার নির্দেশ থাকে। এই সব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি-বিশেষের কোন প্রলক্ষণ বা কোন বিশ্বাস, প্রতিন্যাস বা আদর্শ জানার চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সাক্ষাৎগ্রহণকারী এবং সাক্ষাৎপ্রদানকারী লইয়া কোন চক্র গঠন করিবার প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষণ-পাত্র নিজেই আত্ম-চিন্তা দ্বারা সংক্ষেপে সঠিক উত্তরদানের চেষ্টা করে। এই প্রকার প্রশ্নাবলী উড্‌ওয়ার্থ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রণয়ন করেন। পরীক্ষণ-পাত্রদের আবেগসমূহ সুসম এবং অপরিবর্তনীয় (well-balanced and stable) অথবা তাহাদের আবেগসমূহ দ্রুত পরিবর্তনশীল (unstable), ইহাই ছিল তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। শেষোক্তদলের লোকেরা রণক্ষেত্রের কঠোর জীবনের জন্য উপযুক্ত নহে। উড্‌ওয়ার্থ শেষ পর্যন্ত সর্বসমেত ১১৬টি প্রশ্ন রচনা করিয়াছিলেন; ইহাদের কয়েকটি এইরূপ—

১। আপনি কি নিজেকে বেশ সুস্থ ও সবল বলিয়া মনে করেন?

২। আপনি কি ঘুমাইবার সময় হঠাৎ ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠেন?

৩। আপনার কি কখনও বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল?

৪। আপনার কি ভয় হয় যে, আপনি পাগল হইয়া যাইবেন?

৫। আপনি কি রক্ত দেখিলে ভয় পান?

৬। আপনি কি বাড়ীর বাহিরে কাজ (out-door work) পছন্দ করেন?

---

২৩ ভার্ণন (Vernon) বলেন: 'If two school masters independently interviewed 100 candidates for a grammar school, and each picked the twenty best in his opinion, they would agree on nine of their choices only and disagree on eleven. (*Personality Tests and Assessments*, p. 24.)

যাহাদের প্রক্ষোভ বা আবেগসমূহের সুস্থিতি (stability) আছে, তাহারা ১ ও ৬ প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' এবং ২, ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিবেন, ইহা আশা করা যায়।

বহির্বৃত্তিত্ব ও অন্তর্বৃত্তিত্ব নির্ধারণের জন্য কিরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাহার উদাহরণ আমরা ১২৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছি।

এস্. এল্. প্রেসি (S. L. Pressey) সাধারণ অনুরাগ-বিরাগ এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব (idiosyncrasy) নির্ধারিত করিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাকে 'X-O' পরীক্ষা বলে, কারণ পরীক্ষণ-পাত্রকে তাহার উত্তরসমূহ X বা O দ্বারা চিহ্নিত করিতে বলা হয়। প্রেসি বিষয়গুলি তিনভাগে ভাগ করেন। প্রতি বিভাগে ২৫টি করিয়া লাইন এবং প্রতি লাইনে ৫টি করিয়া বিষয়ের উল্লেখ থাকে (অর্থাৎ সর্বসমেত ৫×২৫×৩=৩৭৫টি বিষয় থাকে)। আমরা এখানে একটি করিয়া সারি বা লাইনের উদাহরণ দিলাম:

"১নং পরীক্ষা (বা Test):

নিম্নলিখিত কাজগুলির মধ্যে যেগুলি আপনি অন্যায় মনে করেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা কাটিয়া দিন:

১ম সারি: ভিক্ষা করা, ধূমপান করা, ছিনালী করা, থুতু ফেলা, খিল্ খিল্ করিয়া হাসা।

... ...

২নং পরীক্ষা:

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যাহা লইয়া আপনি অতিরিক্ত চিন্তিত বা ভীত বা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন:

১ম সারি: নির্জনতা, কাজ ভুলিয়া যাওয়া, বিদ্যালয়, বিষণ্ণতা।

... ...

৩নং পরীক্ষা: নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি আপনি পছন্দ করেন, সেইগুলি 'X'-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন:

১ম সারি: ভবিষ্যৎ-গণনা, নৌকা বিহার, সমুদ্রের তীর, পর্বত, নৃত্যগীত।

এইবার প্রতি পরীক্ষার প্রতি সারিতে যাহা আপনি সর্বাপেক্ষা অন্যায় মনে করেন, যাহা লইয়া আপনি সর্বাপেক্ষা চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং যাহা আপনি সর্বাপেক্ষা পছন্দ করেন, সেইগুলি 'O'-এইরূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।"

ব্যক্তি-বিশেষের মূল্যবোধ (sense of value) নির্ধারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন **আলপোর্ট ও ভার্ণন**। তাঁহারা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দিকে অনুরাগ (interest) আছে তাহা নির্ধারণের জন্য প্রশ্নতালিকা রচনা করেন। তাঁহাদের প্রশ্নাবলী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলি 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া উত্তর দিতে হইবে এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলির চারিটি সম্ভাব্য উত্তরকে অগ্রাধিকার (order of preference) অনুসারে বাছিয়া লইতে হইবে। যথা :

"বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য হইল শুদ্ধ সত্য (pure truth)-এর অনুসন্ধান করা, উহার প্রয়োগ নহে—ইহা কি আপনি স্বীকার করেন?" [ইহার উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' বলুন।]

(এক্ষেত্রে যিনি হাঁ বলিবেন তাঁহার তাত্ত্বিক চিন্তার প্রতি অনুরাগ (theoretical interest) বুঝিতে হইবে এবং 'না' বলিলে বুঝিতে হইবে তিনি 'কাজের লোক' এবং তাঁহার অর্থনৈতিক ব্যাপারে বা অনুরূপ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুরাগ অধিক।)

আবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্ন :

"আপনি কি মনে করেন যে, উত্তম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসকমণ্ডলীর লক্ষ্য হইল

(ক) দরিদ্র, আর্ত এবং বৃদ্ধের জন্য অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা? —

(খ) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা? —

(গ) রাষ্ট্রপরিচালনায় ন্যায়-নীতির ব্যবস্থা করা? —

(ঘ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার আসন গ্রহণ করা? —

[আপনি সম্ভাব্য উত্তরগুলিকে উহাদের 'মান' (order) অনুসারে সাজান]"

আবার বিশেষ বিশেষ প্রলক্ষণ-নির্ণয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের তালিকা রচনা করা হইয়াছে। যেমন, 'ঔদ্ধত্য—বিনয়' প্রলক্ষণ (Ascendance—Submission Trait) সম্বন্ধে **আল্‌পোর্ট** একটি প্রশ্নতালিকা দিয়াছেন। ইহাদের একটি প্রশ্ন হইল :

"ভিড়ের মধ্যে বা অন্য কোন জায়গায় যদি আপনি এমন একজন ভদ্রলোককে দেখেন যাঁহাকে আপনি বোধহয় পূর্বে দেখিয়াছেন, অথচ এখন চিনিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে কি আপনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন ?"

উত্তর : মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতে পারি—
কদাচিৎ " " "
কখনও " করিব না—

[আপনার মনোমত উত্তরটিতে দাগ দিন।]

(উদ্ধত প্রকৃতির লোক তৃতীয় উত্তরটিতে দাগ দিবেন আশা করা যায়।)

ব্যক্তি-বিশেষের রসিকতা জ্ঞান (sense of humour) নিরূপণের জন্য **ক্যাটেল ও লুবোর্‌স্কি** (Cattell & Luborsky) একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই পরীক্ষায় কতকগুলি 'হাসির কথা' বা 'মজার কথা' (অর্থাৎ jokes) দুইটি দুইটি একত্র করিয়া সাজান থাকে। পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় যে, প্রতিক্ষেত্রে দুইটির মধ্যে যেটিকে তিনি অধিকতর হাস্যোদ্দীপক বা মজার বলিয়া মনে করেন সেটিকে যেন চিহ্নিত করেন।

এই ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, যাঁহার ভিতর আক্রমণাত্মক মনোভাব (spirit of aggression) আছে, তিনি অপরের মন্দ ভাগ্য লইয়া যে তামাসা সেইগুলি উপভোগ করিবেন ; যাঁহার ভিতর কাম অবদমিত আছে, তিনি যৌনমূলক তামাসা উপভোগ করিবেন ; ইত্যাদি।

কাহার কোন্ বৃত্তি (vocation বা profession)-এর প্রতি অনুরাগ আছে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য **ই. কে. ষ্ট্রং** (E. K. Strong) কতকগুলি প্রশ্ন রচনা করেন। একটি পদ্ধতি হইল, পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি বৃত্তির তালিকা দিয়া তাহাকে বলা যে, সে যেন উহাদের কোন্‌টি পছন্দ বা অপছন্দ করে বা কোন্‌টির প্রতি উদাসীন তাহা যেন চিহ্নিত করে।

প্রশ্নাবলী-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, ইহা অনেকক্ষেত্রে

কৃত্রিম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাতে পরীক্ষক ব্যক্তি বিশেষকে জানিবার পূর্বেই কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন রচনা করেন এবং ফলে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয় না। আবার পরীক্ষক পূর্ব হইতে একটি মতবাদ রচনা করিয়া তাহারই আলোকে বিশেষ প্রকারের প্রশ্নাবলী রচনা করেন।

এই সব কারণে অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) **অভিক্ষেপ পদ্ধতি** (Projective Technique) :

এই পর্যন্ত আমরা যে সব পদ্ধতি আলোচনা করিলাম, তাহাতে পরীক্ষণ-পাত্র দ্বারা প্রদত্ত উত্তরের কী ব্যাখ্যা হইবে তাহা পরীক্ষক পূর্ব হইতেই স্থির করেন। এই কারণ ইহাতে ব্যক্তিত্বের সুচারু ব্যাখ্যা না হইতেও পারে। সেইজন্য আর এক প্রকারের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইহার নাম **অভিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ পদ্ধতি**। ইহাতে পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের সম্মুখে কতকগুলি উদ্দীপক স্থাপিত করেন এবং পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বের গঠন-অনুযায়ী ঐ সব উদ্দীপকের ব্যাখ্যা দান করেন।[২৪]

আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে তিন প্রকারের অভিক্ষেপ পরীক্ষার আলোচনা করিব : অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (Free Association Tests), কালির ছাপের ব্যাখ্যা (Inkblot interpretation) এবং ছবির ব্যাখ্যা।

(১) **অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি :**

এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি 'শব্দ' (word) উদ্দীপক হিসাবে প্রদান করা হয় এবং তাহাকে বলা হয় যে, প্রতিক্রিয়া (reaction) হিসাবে যে শব্দটি সর্বপ্রথম কোনরূপ চিন্তা ব্যতীত মনে আসিবে তাহাই যেন সে বলে। (ক) কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল দীর্ঘতর হয়; যেমন, একবার এক

২৪ তুলনীয় : "(A) projection method for (the) study of personality involves the presentation of a stimulus-situation designed or chosen because it will mean to the subject, not what the experimenter has arbitrarily decided it should mean.....but rather whatever it must mean to the personality who gives it, or imposes upon it, his private, idiosyncratic meaning and organization." (L. K. Frank, 'Projective Method for the Study of Personality,' *Journal of Psychology*—1939, Vol. 8).

ব্যক্তি 'জল' এই পদটি শুনিয়া বলিল 'গভীর', জাহাজ শুনিয়া বলিল 'ডুবিয়া যাওয়া', 'হ্রদ' শুনিয়া বলিল 'জল'—এই সকল শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল বেশ দীর্ঘ হইল (৪ হইতে ৫ সেকেণ্ড); অথচ অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল খুবই কম (১ হইতে ১·৫ সেকেণ্ড) ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঐ লোকটি মনের খেদে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছিল।[২৫] (খ) যেখানে উদ্দীপক-বাক্যের সহিত কোন বিশেষ আবেগ জড়িত আছে, সেইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকারের আচরণ প্রকাশ পাইতে পারে, যথা—লজ্জায় মুখমণ্ডল রক্তিম হওয়া, চক্ষু আনত করা, কথা বলিতে 'ঢোঁক্ খাওয়া' ইত্যাদি। (গ) আবার এমন হইতে পারে যে, পরীক্ষণ-পাত্র বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে একই শব্দ বলিতে লাগিল, বা কোন কিছুই বলিতে পারিল না, বা অসতর্ক মুহূর্তে এমন কিছু বলিয়া ফেলিল যাহাতে কোন 'গোপন কথা' প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

(২) কালির ছাপের ব্যাখ্যা:

এই পদ্ধতি হের্‌মান্ রোর্‌শাক্ (Hermann Rorschach) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। তাঁহার পদ্ধতি হইল এইরূপ: পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষণ-পাত্রকে

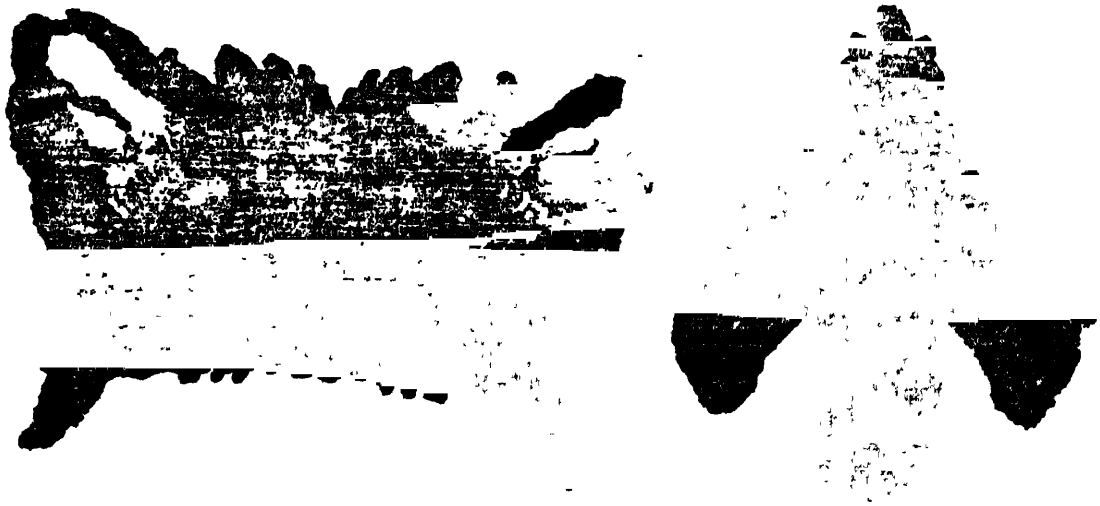

১নং চিত্র। কালির ছাপের দুইটি নমুনা।
রোর্‌শাক্ পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে ইহাদের অনুরূপ ছাপ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি কালির ছাপ দেখান হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এইগুলি অর্থহীন

২৫ Harr, *Psychology of Insanity*, p. 70.

অথচ "এইগুলি কী?" বা "ইহাদের কী অর্থ হইতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষণ-পাত্র ইহাদের উপর অর্থ 'প্রক্ষেপ' করে; অর্থাৎ ঐগুলি মানুষ বা পশুর বা অন্য কোন কিছুর আকৃতি বলিয়া পরীক্ষণ-পাত্র বর্ণনা করে। উত্তরের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য অনুসারে পরীক্ষক তাহার ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেন। (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রোর্‌শাক্ তাঁহার পদ্ধতিতে দশটি বিভিন্ন কালির ছাপবিশিষ্ট কার্ড দেখান[২৬], ইহাদের পাঁচটি কালো এবং ধূসর, দুইটি কালো এবং লাল এবং বাকী তিনটি বিভিন্ন রঙের। পরীক্ষণ-পাত্র যে সমস্ত উত্তর প্রদান করে সেইগুলিকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হয়: (১) পরীক্ষণ-পাত্র সমগ্র ছাপটিকে বা উহার কোন অংশকে বর্ণনা করিতেছে কি না, (২) তাহার 'প্রতিক্রিয়া' বা বর্ণনা ছাপের রঙ্ বা আকৃতি বা অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে কি না; (৩) পরীক্ষণ-পাত্র ছাপকে কি ভাবে দেখিতেছে—মানুষ না জন্তু না অন্য কোন কিছু হিসাবে।

পরীক্ষণ পাত্রের 'প্রতিক্রিয়া' হইতে তাহার প্রলক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অনুমান করা হয়:

(১) যে ব্যক্তি সমগ্রত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সে বিমূর্তচিন্তা (abstract thought) এবং শুদ্ধজ্ঞান (theoretical knowledge) পছন্দ করে, এবং যে অংশগুলিকে প্রাধান্য দেয়, সে খুঁটিনাটি বা সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসে ও তাহার অনুকর্ষী বায়ু (compulsion neurosis)-এর প্রতি প্রবণতা থাকে।

(২) ছাপের ভিতর যদি সে 'গতি' (বিশেষতঃ গতিশীল মানুষের আকৃতি) 'প্রত্যক্ষ' করে, তাহা হইলে সে অন্তর্বৃত, এবং যদি পশুর আকৃতি দেখে, তাহা হইলে তাহার চিন্তার পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র।

(৩) যদি পরীক্ষণ-পাত্র রঙের উপর প্রতিক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহার অসংযত আবেগ ও প্রেরণা (impulsiveness)-এর আধিক্য আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যদি রঙ্ ও আকৃতি উভয়েরই (both colour and

২৬ ব্লটিং পেপারে কালি ঢালিয়া উহাকে মুড়িয়া নানা প্রকারের অদ্ভুত ছাপ 'তৈয়ারী' করা যায়।

form) উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার আবেগের প্রকাশ অব্যাহত ও সাবলীল (free and easy)।

এই সকল অনুমানের সত্যতা কতদূর তাহা লইয়া মতভেদ আছে; তবে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হইলে রোর্‌শাক্ পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের সহিত অন্য পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের তুলনা করিয়া দেখা বাঞ্ছনীয়।

(৩) **ছবির ব্যাখ্যা :**

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি ছবি দেখান হয় এবং তাহার মতে ঐ ছবির কী ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহাকে 'কাহিনী-সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি' (Thematic-Apperception Test বা সংক্ষেপে, *TAT*) বলা হয়। মর্গান ও মারে (C. D. Morgan & H. A. Murray) এই পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।[২৭] এই পদ্ধতি-প্রয়োগের সপক্ষে যুক্তি এই যে, এই পদ্ধতিতে প্রদর্শিত ছবিগুলি এমনভাবে নির্বাচিত হয় যে, উহাদের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং প্রতি ব্যক্তিই তাহার অতীত আচরণ এবং বর্তমান অভাব (past behaviour and present wants) অনুসারে ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবে আশা করা যায়।

পরীক্ষণ-পাত্রকে দুইটি ভাগে ছবি দেখান হয় এবং প্রতি বিভাগে (series) ১০টি করিয়া ছবি দেখান হয়। প্রথম বিভাগের ছবিগুলি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া; কিন্তু দ্বিতীয় দলের ছবিগুলি এইরূপ নহে—সেইজন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে কল্পনার সর্বাধিক আশ্রয় লইতে বলা হয়। ইহাদের ভিতর একটি কার্ড থাকে একেবারে সাদা; পরীক্ষক সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে দেখাইয়া বলেন, "উহার ভিতর যে কোন ছবি কল্পনা করুন এবং সবিস্তারে উহা বর্ণনা করুন। ঐ সম্বন্ধে একটি গল্পও বলুন।"

২৭ Morgan & Murray, "A method of Investigating Fantasies : the Thematic Apperception Test"—*Archives of Neurology & Psychiatry* (1935) দ্রষ্টব্য।

একই ছবির কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে পারে দেখা যাউক্। মারে-প্রদর্শিত একটি ছবিতে আছে যে, একটি বালকের সম্মুখে টেবিলের উপর একটি বেহালা (ভাওলিন) শায়িত আছে এবং বালকটি কি যেন ভাবিতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ বলিবে যে, বালকটি কি সুর বাজাইবে তাহা চিন্তা করিতেছে; কেহ কেহ বলিবে বালকটি এইমাত্র যাহা বাজাইয়াছে তাহারই রেশ যেন তাহার মনে জাগিতেছে; কেহ বলিবে যে, বালকটি হয়ত' কোন কারণে উহা বাজাইতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে; কেহ বলিবে যে, বালকটি বাজনা সম্বন্ধে কিছুই ভাবিতেছে না, বরং কখন খেলিতে যাইবে তাহাই ভাবিতেছে; ইত্যাদি।

সেইরূপ আর একটি ছবিতে দেখান হয় একটি বৃদ্ধা ও একটি তরুণী। বৃদ্ধার মাথা শালে ঢাকা এবং চিবুকে হাত রাখিয়া সে কি যেন ভাবিতেছে এবং তরুণীটি সামনের দিকে চাহিয়া আছে। এই ছবিটি দেখিয়া কেহ কেহ বলিবে যে, তরুণীটি বৃদ্ধার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অভিমানভরে অন্যদিকে চাহিয়া আছে এবং বৃদ্ধা চিন্তা করিতেছে কিভাবে উহাকে 'ঠাণ্ডা' করিবে; কেহ কেহ বলিবে যে, বৃদ্ধাটি একটি 'ডাইনি বুড়ী', সে তরুণীটিকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে; ইত্যাদি।

এই প্রকার পদ্ধতিতে কোন সাফল্যাঙ্ক (scoring) দ্বারা ব্যক্তিত্বের মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। পরীক্ষণ-পাত্র ছবি দেখিয়া যে 'কাহিনী' (theme) বর্ণনা করে সেটিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষণ-পাত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্রেরণা, অভাব, ব্যর্থতা ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতির প্রবর্তকেরা বিশ্বাস করেন যে, পরীক্ষণ-পাত্র তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর একটি চরিত্রের সহিত নিজেকে 'একাত্মীকরণ' (identify) করে এবং এই কারণ ঐ কাহিনীর মধ্যেই তাহার জীবনীর তথা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) কৃতি-পরীক্ষা (Performance Tests):

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কার্যের মধ্যে। কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠুভাবে জানা যায় না; কারণ "মানুষ কী?"

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে "মানুষ যাহা করে।" এইজন্য একদল মনোবিৎ বিভিন্ন প্রকারের কৃত্যভীক্ষা বা কৃতি-পরীক্ষা[২৮] উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কোন বিশেষ কাজের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তাহাকে ঐ কাজের নমুনা (work-sample) দেখাইতে হয়। যেমন, মোটর-চালকের কার্যের জন্য ব্যক্তি-বিশেষ উপযুক্ত কি না, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে কিছুদূর গাড়ী চালাইয়া দেখাইতে বলা হয়। আবার কোন জটিল কার্যের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ঐ কার্যের জন্য যে সব সামর্থ্যের (abilities) প্রয়োজন হয়, সেগুলি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা করা হয়। যেমন, মোটর গাড়ী-চালনা, রেলগাড়ী-চালনা ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করা যায়। আবার ভবিষ্যতে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষকে যে সব কার্যের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহারই একটি "কৃত্রিম ক্ষুদ্র সংস্করণ" রচনা করিয়া তাহার মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে বলা হয় এবং তাহার গোচরে তাহার কার্যের নিপুণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা হয়।

মে (May) এবং হার্টশোর্ণ (Hartshorne) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের **চরিত্রের বিবিধ প্রলক্ষণ** সম্বন্ধে পরীক্ষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন (যেমন, বঞ্চনা করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, অপরের সহিত সহযোগিতা করা, নির্বন্ধতা [persistence] দেখান ইত্যাদি প্রলক্ষণ)। একটি বালককে কতকগুলি বিবিধ ওজনের ছোট ছোট বাক্স দিয়া ওজনের তারতম্য অনুসারে তাহাকে সাজাইতে বলা হয়। উহাদের ওজনের পার্থক্য এত অল্প যে, হাতে ধরিয়া সহজে ঐ পার্থক্য বুঝা যায় না। বাক্সের তলায় উহাদের প্রকৃত ওজন লেখা আছে এবং উহা না দেখিবার জন্য তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষক ঐগুলি দিয়া সরিয়া যাইবেন। যদি দেখা যায়, বালকটি একেবারে নির্ভুলভাবে বাক্সগুলি সাজাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে অনুমান করা যায় যে, সে গোপনে প্রকৃত ওজন দেখিয়া লইয়াছে।

২৮ বুদ্ধি-পরীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা-কালে আমরা কয়েক প্রকার কৃতি-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২০৭)।

সেইরূপ **ধৈর্য** (patience) **পরীক্ষা** করিবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে ছুঁচে সুতা পরাইতে দেওয়া যাইতে পারে ; যতবার সে সুতা পরাইতে যাইবে, ততবার কোন বাধা দিয়া বা অন্য কোন ভাবে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, সে ঐ কাজ ধীরভাবে করিবার চেষ্টা করিতেছে অথবা বিরক্ত হইয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছে।

৪। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি :

আমরা যখন বলি যে, কোন জিনিষ উত্তপ্ত, তখন উহার একটা গুণ, ধর্ম বা বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করি ; কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে : উহার উত্তাপের পরিমাণ কত ? এই পরিমাণকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সাধারণতঃ গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করি। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না ; ইহা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছি। ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল আমরা গাণিতিক সংখ্যায় ও চিত্রলেখ বা গ্রাফে প্রকাশ করি। আমরা এখানে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিবার কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করিব।

(ক) গুণানুক্রমে সাজান (Order-of-merit Method) :

ইহা হইল সনাতন প্রথা। যেমন, বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় যে যত সংখ্যা বা মার্ক্‌স্ পাইয়াছে তাহার ভিত্তিতে তাহাদের ১ম, ২য়, ৩য় এইভাবে সাজান যায়।

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব মান অপেক্ষা অন্যের তুলনায় তাহার আপেক্ষিক মান নির্ধারণ করা হয়।

(খ) তুলনামূলক পদ্ধতি (The Method of Paired Comparisons) :

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ-পাত্রদের একজনকে অপরজনের সহিত তুলনা করিয়া কে শ্রেয়ঃ তাহা ইঙ্গিত করা হয় এবং কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল তাহা গণনা করিয়া তাহার তুলনামূলক মান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

মনে করা যাউক, ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচ ব্যক্তিকে তুলনা করিয়া একটি ছকে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। একটি 'ছক' কাটিয়া বাম দিকের স্তম্ভে

ক, খ, গ ইত্যাদির নাম লিখিতে হইবে এবং আবার উহাদের নাম একটি সমান্তরাল রেখার উপরেও লিখিতে হইবে। বাম দিকে স্তম্ভভাবে বা লম্ব-ভাবে যাহাদের নাম লেখা আছে তাহার প্রত্যেকে হইল যে যে তুলিত (compared) হইতেছে এবং সমান্তরাল রেখার উপরে যাহাদের নাম আছে তাহারা প্রত্যেকে হইল যাহার সহিত তুলিত হইতেছে। ধরা যাউক্ 'উদারতা' এই প্রলক্ষণ লইয়া অনুসন্ধান করা হইতেছে। যদি পরীক্ষক মনে করেন যে, 'ক' 'খ' অপেক্ষা অধিকতর উদার, তাহা হইলে 'ক'-এর সারিতে এবং সমান্তরাল রেখায় 'খ'-এর যে স্থান তাহার নিম্নে যোগচিহ্ন (+) দিতে হইবে এবং 'খ'-এর সারিতে 'ক'-এর নিম্নে বিয়োগচিহ্ন (−) দিতে হইবে। সেইরূপ 'ক'-এর সহিত আবার যথাক্রমে গ, ঘ, ঙ-এর তুলনা করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত যোগচিহ্নগুলি যোগ দিলে প্রতি ক্ষেত্রে যে 'অঙ্ক' হইবে, তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক (score) নির্দেশ করিবে। (নিম্নলিখিত রেখাঙ্কনটি দ্রষ্টব্য)।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	মোট
ক		+	+	+	+	= ৪
খ	−		+	+	−	= ২
গ	−	−		+	−	= ১
ঘ	−	−	−		−	= ০
ঙ	−	+	+	+		= ৩

∴ 'ক'-এর সাফল্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক।

এই পদ্ধতির অসুবিধা হইল যে, পরীক্ষণ-পাত্রের সংখ্যা অনেক বেশী হইলে পারস্পরিক তুলনা করায় প্রচুর অসুবিধা হয়। এই পদ্ধতিতেও পূর্বের পদ্ধতির ন্যায় নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব মান নির্ধারণ করা যায় না।

(গ) **নিরপেক্ষ মান নির্ধারণ (Absolute rating scales) :**

আমাদের ব্যক্তিত্বের এমন অনেক প্রলক্ষণ আছে (যেমন, উদারতা, সামাজিকতা, বন্ধুভাবাপন্নতা ইত্যাদি) যে সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত ব্যক্তিরাই সুষ্ঠুবিচার করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিতদের নিকট ঐ সব প্রলক্ষণ সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হয়। মত-প্রকাশকারীকে বলা হয় যে, তিনি যেন তাঁহার অভিমতকে একটি মানক (scale)-এর উপর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেন। যেমন, কোন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে তাহার অমুক ছাত্র পড়াশুনায় কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে উত্তরটি দুইটি সম্ভাব্য বৈপরীত্যের যে-কোন এক স্থান অধিকার করিতে পারে, অর্থাৎ 'একেবারেই পড়াশুনা করে না' এবং 'পড়াশুনায় অত্যন্ত আগ্রহী' এই দুইটি বৈপরীত্যের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে। নিম্নে সম্ভাব্য মানকটি প্রদর্শন করা হইল :

(একজন শিক্ষককে বলা যাইতে পারে) আপনার ছাত্র শ্রীমান্——এর পড়াশুনার প্রতি যেরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেন, তাহা নিম্নলিখিত মানক-এ √-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করুন :

একেবারেই পড়ে না	সাধারণতঃ উদাসীন	বেশ পড়ে	উৎসাহী ছাত্র	পড়াশুনায় অত্যন্ত আগ্রহী।	যদি কিছুই না জানেন, তাহা হইলে এই স্থানে চিহ্ন দিবেন।

আবার মানক (scale)-টিকে অন্যভাবে আঁকা যায়। গড়পড়তা পরিমাণকে মধ্যবিন্দুকে রাখিয়া উহার দুই পার্শ্বে একটি প্রলক্ষণের দুইটি বিপরীত মুখকে রাখা যায়। উপরের উদাহরণের মানকটিকে এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে :

−২	−১		+১	+২
একেবারেই পড়ে না		পড়াশুনায় মাঝারি রকম		অতিরিক্ত পড়ে

অবশ্য পরীক্ষণ-পাত্রকেও তাহার নিজের কোন গুণ সম্বন্ধে তাহারই ধারণা মানক-এ স্থান চিহ্নিত করিয়া প্রকাশ করিতে বলিতে পারা যায়। যেমন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, না সে বেশ সাবধানী। এরূপ ক্ষেত্রে "আমি সর্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করি" এবং "আমি অত্যন্ত

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি" এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে সে স্বীয় প্রলক্ষণের স্থান নির্দেশ করিতে পারে।

নির্ধারক মানকে (Rating scale) ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুক্তি হইল এই যে, পরীক্ষকের নিজের কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে ভুল ধারণা (bias) থাকিতে পারে এবং তাঁহার প্রদর্শিত স্থান সেই কারণে নির্ভরযোগ্য না হইতে পারে।[২৯] এইজন্য একই ব্যক্তির একই প্রলক্ষণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষকের অভিমত গ্রহণ করা উচিত। তাঁহারা পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া মান নির্ধারণ করিতে পারেন, অথবা তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যে মান দান করিলেন, অপর একজন ব্যক্তি তাহার গড়পড়তা মান (average rating) বাহির করিতে পারেন। তবে দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষকরা যদি তাঁহাদের কার্যে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, যদি মানকটি সুচিন্তিতভাবে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং পরীক্ষকদের সহিত আলোচ্য ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে, তাহা হইলে ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

যেখানে কোন ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রলক্ষণের স্থান মানক-এ নির্দেশ করে, তখন বাঞ্ছনীয় প্রলক্ষণ বা সৎ প্রলক্ষণের দিক্ চিহ্নিত করিবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তবে অনেকে আবার স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে মধ্যবিন্দুতে (যাহা গড়পড়তা নির্দেশ করে) চিহ্নিত করে।

(ঘ) **ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা-অঙ্কন (Personality Profile) :**

ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ প্রলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া যে সব বিবিধ সাফল্যাঙ্ক দেওয়া হয়, সেগুলিকে একটি রেখাঙ্কনে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় **ব্যক্তিত্বের রূপ-রেখা** (Personality Profile বা Psychograph)। ইহাতে একটি মধ্যবর্তী সমান্তরাল রেখা দ্বারা 'গড়পড়তা সাফল্যাঙ্ক' (average score) নির্দেশ করা হয়।[৩০] রেখাঙ্কন দ্বারা দেখান হয় কোন্ কোন্ প্রলক্ষণের ব্যাপারে ব্যক্তি-বিশেষ

২৯ তুলনীয় 'The observer's own personality is a factor in his impressions of another person." (Woodworth. *op. cit.*, p. 145).

৩০ ইহার অর্থ এই নহে যে, সাধারণ লোক (average man)-এর সকল প্রলক্ষণের মান একই প্রকারের। পরপৃষ্ঠার চিত্রে মধ্যম রেখাটি যে গড়পড়তা নির্দেশ করিতেছে তাহা প্রতি প্রলক্ষণের গড়পড়তা-হার।

গড়পড়তার উর্ধ্বে আর কোন্ কোন্ প্রলক্ষণের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি গড়পড়তার নিম্নে।

নিম্নে একটি কাল্পনিক রূপ-রেখা প্রদত্ত হইল (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) :

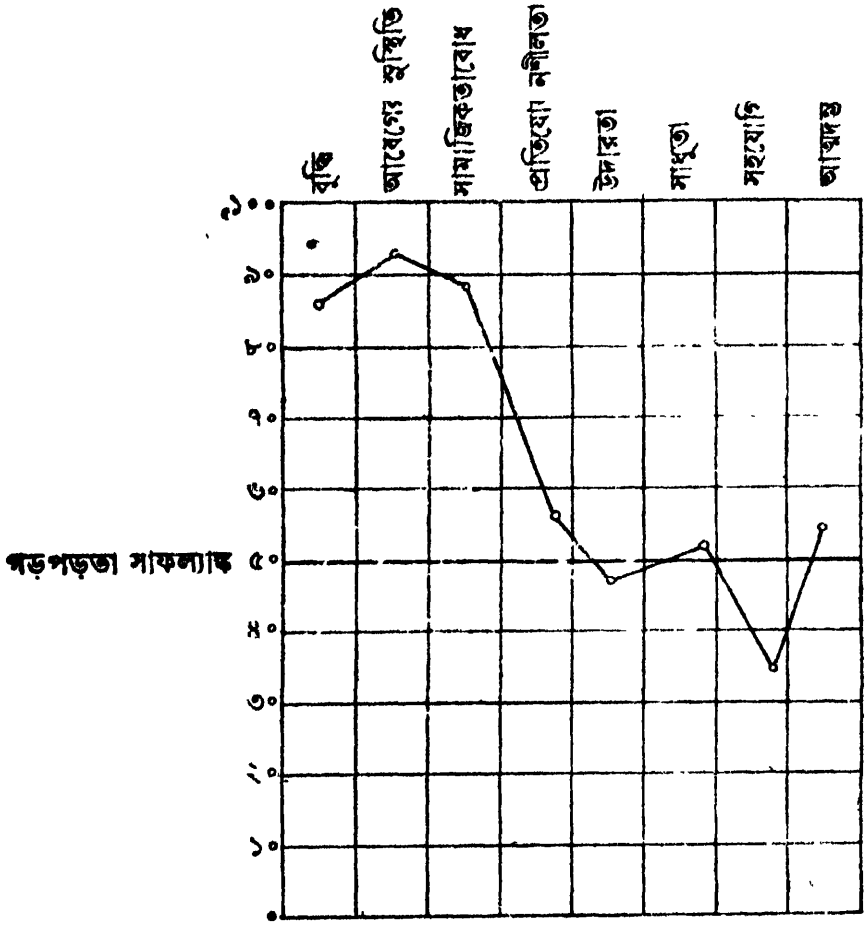

২নং চিত্র। কাল্পনিক রূপ-রেখা।

উপরের রেখাঙ্কনটি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আটটি প্রলক্ষণের মধ্যে অধিকাংশগুলিতেই ব্যক্তি-বিশেষ গড়পড়তার উর্ধ্বে এবং কয়েক ক্ষেত্রে নিম্নে। (যদি প্রত্যেকটি প্রলক্ষণ সমান পরিমাণে গড়পড়তার উর্ধ্বে বা নিম্নে হইত, তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব-নির্দেশক রেখাঙ্কনটি মধ্যরেখার সহিত উর্ধ্বে বা নিম্নে সমান্তরাল হইত)।

সমালোচনা :

আমরা পূর্বে (পৃঃ ২৩০-৩১) বুদ্ধি-পরীক্ষা পদ্ধতি সমালোচনাকালে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, যে অর্থে জড়পদার্থের পরিমাপ করা যায়, ঠিক সেই অর্থে মানসিক কোন ক্রিয়া বা অবস্থার পরিমাপ সম্ভব নহে। সাধারণভাবে ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষাক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা

বর্তমান অনুচ্ছেদে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষাপদ্ধতির বিশেষ কয়েকটি অসুবিধা এবং তৎসংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিব।

(১) প্রথমতঃ, মান-নির্ধারণ সম্বন্ধে বিবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। (ক) সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করিবার জন্য একটি **সুনির্দিষ্ট** এবং **সার্বিক মানক ব্যবহার করা হয় না।** কোন মানকের বিস্তার হইল ০ হইতে ৫০, আবার কোনটির বা বিস্তার হইল ০ হইতে ২০০ পর্যন্ত। সুতরাং যদি বলা যায় যে, একজন ভাষা-সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় (language test-এ) সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে ১৩ এবং বুদ্ধি-পরীক্ষায় সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছে ১৩০, তখন ইহার অর্থ নহে যে, তাহার বুদ্ধি তাহার ভাষাশিক্ষার ক্ষমতার দশগুণ; কারণ এখানে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মানক ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা না জানিলে কোন তুলনা করা সম্ভব নহে। (খ) তাহা ছাড়া, মানক (scale) তৈয়ারী করিবার সময় কিসের ভিত্তিতে উহাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উহার উৎপত্তিবিন্দু বা উৎপত্তি-স্থল (point of origin or zero point)-এর কী অর্থ তাহা না জানিলে উহার সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বুঝা যায় না। কোন একটি পরীক্ষায় যদি দেখা গেল যে, এক ব্যক্তির উদারতা '০' (শূন্য), তাহার অর্থ কি যে, সে কোন দিন কোন অবস্থাতে বিন্দুমাত্রও উদারতা দেখাইতে পারে নাই বা পারিবে না? (গ) আবার, যদি বলা যায় যে, একজন সামাজিকতা-প্রলক্ষণের ক্ষেত্রে সাফল্যাঙ্ক লাভ করিয়াছে ৮০ এবং আর একজন ৪০, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, প্রথম ব্যক্তির ঐ প্রলক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ প্রলক্ষণের ঠিক দ্বিগুণ (যেমন, ১০ কিলোগ্রাম ওজন ৫ কিলোগ্রামের ঠিক দ্বিগুণ)? আবার, কোন ব্যক্তির কোন সাফল্যাঙ্ক অধিক হইয়াছে, কি কম হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না যতক্ষণ না একটি সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশ করিয়া বলা যায় যে, ইহা অপেক্ষা ঐ অঙ্ক বেশী না কম। এইজন্য একটি গড়পড়তা অঙ্ক স্থির করিতে হয়; কিন্তু এই গড়পড়তার কী অর্থ? ইহা মধ্যক সাফল্যাঙ্ক (medium score) অথবা অঙ্কশাস্ত্রের গড়পড়তা (arithmetic mean) তাহা জানা প্রয়োজন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, **পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন রচিত হয় বা অন্য কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, সেগুলি যথোপযোগী হওয়া প্রয়োজন।**

যেমন, পরিণতবয়স্কদের কোন বিষয় সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য যে পদ্ধতি রচিত হইয়াছে শিশুদের ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্য যাহাদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে উহা তাহাদের উপযুক্ত কি না তাহা দেখিতে হইবে। মোট কথা, পরীক্ষাপদ্ধতিগুলির যাথার্থ্য (validity), নির্ভরযোগ্যতা (reliability) এবং উপযুক্ততা (suitability) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইবে। (পৃঃ ২১২-২১৪ দ্রষ্টব্য)।

(৩) তৃতীয়তঃ, **পরীক্ষকের বিচারের যাথার্থ্য লইয়াও সন্দেহের অবকাশ থাকে।** পরীক্ষকের বিচার পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে পারে—পরীক্ষক যদি পরীক্ষণ-পাত্রের উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ঐ মনোভাব তাঁহার বিচারকে প্রভাবিত করিতে পারে। অর্থাৎ পরীক্ষকের বিচার কোন ব্যাপারে পূর্বধারণা (preconceived notion বা stereotype) দ্বারা দুষ্ট হইতে পারে; যেমন, পরীক্ষক পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া লইতে পারেন যে, অমুক জাতের (racial group) লোক বা অমুক আকৃতিবিশিষ্ট লোকের বিশেষ বুদ্ধি থাকিতে পারে না। আবার, যদি এক ব্যক্তির এক বা একাধিক প্রলক্ষণ সম্বন্ধে পরীক্ষকের খুব উচ্চ ধারণা অথবা খুব মন্দ ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রলক্ষণসম্বন্ধে পরীক্ষকের অনুরূপ ধারণা হইয়া যায়। (ইহাকে 'halo effect' বা 'আবেষ্টনীর ফল' বলা হয়)। যেমন, যদি পরীক্ষক দেখেন যে, বুদ্ধি পরীক্ষায় এক ব্যক্তির সাফল্যাঙ্ক অত্যধিক, তাহা হইলে পরীক্ষক হঠাৎ ধারণা করিয়া ফেলিতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তির অন্যান্য প্রলক্ষণও (যথা, উদারতা, সাধুতা ইত্যাদি) উচ্চ পর্যায়ের হইবে।[৩১]

অবশ্য যথাবিধি শিক্ষিত পরীক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সব ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। (পৃঃ ৩১৬ দ্রষ্টব্য)।

---

৩১ রাগ্ (H. O. Rugg) এ বিষয়ে নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়াছেন: প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক ক্যাপ্টেনের সহকর্মীরা (fellow officers) তাঁহার বুদ্ধি-পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সাফল্যাঙ্ক অত্যন্ত কম বলেন। কিন্তু ভদ্রলোক অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র এবং তাঁহার নিয়োগের সময় তিন প্রকার বুদ্ধি-পরীক্ষায় তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে তাঁহার সহকর্মীরা পছন্দ করিতেন না; এই মন্দ ধারণা দ্বারা তাঁহার সহকর্মীদের বিচার ভ্রান্ত হইয়াছিল বলা যায়। (*Journal of Educational Psychology*, Vols. 12 & 13 দ্রষ্টব্য)।